সাত্ত্বিক-সঙ্গীত

অর্থাৎ

আর্য্যধর্ম্ম-গীতি।

"সংসার-দুঃখ-দগ্ধানামুত্তমানামনুগ্রহাৎ।
প্রভুণা শঙ্করেণাত্র গীতবাদ্যং প্রকাশিতং॥
গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমং পদং।
রুদ্রস্যানুচরো ভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে॥
গীতেন হরিণারঙ্গং প্রাপ্নুবন্ত্যপি পক্ষিণঃ।
বনাদায়ান্তি ফণিনঃ শিশবো ন রুদন্তি চ॥"

কলিকাতা।

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, [illegible]ট প্রেসে
শ্রীকিশোরীমোহন সেন দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৯৭ সাল।

মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

সাত্ত্বিক সঙ্গীত

অর্থাৎ

আর্য্যধর্ম্ম-গীতি।

"সংসার-দুঃখ-দগ্ধানামুত্তমানামনুগ্রহাৎ।
প্রভুণা শঙ্করেণাত্র গীতবাদ্যং প্রকাশিতং॥
গীতজ্ঞো যদি গীতেন নাপ্নোতি পরমংপদং।
রুদ্রস্যানুচরোভূত্বা তেনৈব সহ মোদতে॥
গীতেন হরিণাঃঙ্গং প্রাপ্নুবন্ত্যপি পক্ষিণঃ।
বনাদ্বাযান্তি ফণিনঃ শিশবো ন রুদন্তি চ॥"

কলিকাতা।

৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বরাট প্রেসে
শ্রীকিশোরীমোহন সেন দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সন ১২৯৬ সাল।

উৎসর্গ।

বৈকুণ্ঠবাসী ৺ পিতৃদেব সমীপে প্রণতি পূরঃ-সর কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদনম্।

পিতঃ,

এ সেবকের দুই মাস বয়ঃক্রম কালে ইহ-লোক পরিত্যাগ করিবার দিবস প্রাতে ভাগী-রথী সলিলোপরি জলযানে শয়ন করিয়া আত্মীয়বর্গকে শ্যামা-সঙ্গীত কীর্ত্তনে কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্ত করিতে আদেশ করেন; কিন্তু ভবাদৃশ গুরুজনের সমক্ষে তৎকালে সমীপস্থ আত্মীয়গণ শ্যামা-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতেও কুণ্ঠিত হইয়া কেহই ভবদভিলাষ পূর্ণ করেন নাই। এ দুঃখ আমার অন্তরে জাগরূক ছিল; অধুনা মহোদয়ের তৃপ্তিসাধন জন্য, ও অক্ষয়-স্বর্গ কামনায়, এবং ভবজ্জীবনের শেষ দিনের সেই সাধু অভিলাষ পূর্ণ করিবার আশয়ে, এই আর্য্যধর্ম্ম-গীতি ভবদুদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে তৃপ্তিলাভ করিলাম।

১লা বৈশাখ, সম্বৎ ১৯৪৭ — শ্রীশ্রীচরণাশ্রিত প্রণত সেবকাধম গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন।

আর্য্যধর্ম্ম উদ্দীপ্ত হইয়া জনসাধারণের মন হইতে ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইবে এই উদ্দেশ্যে কতিপয় আর্য্যধর্ম্ম-গীতি মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল।

২। বিংশতি বৎসরের ঊর্দ্ধ হইবে এই ক্ষুদ্র গীতাবলির কোন একটী গীত প্রথমে রচিত হয়; পরে সময়ে সময়ে মনের আবেগে দুই একটী করিয়া গীত রচিত হইয়া ১৫ বৎসরে প্রায় চত্বারিংশৎ গীত প্রস্তুত হয়। তৎকালে এই সমস্ত গীত "সাত্ত্বিক-সঙ্গীত" নামে মুদ্রাঙ্কিত করিবার কোন আশাই মনে উদিত হয় নাই। কখন কখন সঙ্কটে পতিত, কিম্বা আশা-পথে ধাবিত হইয়া এক একটী গান প্রণয়ন পূর্ব্বক গীত হইলে জগদীশ্বরের কৃপায় সিদ্ধ মনোরথ হওয়া গিয়াছে। সুতরাং তত্তাবৎ সঙ্গীত "সিদ্ধ-সঙ্গীত" নামে অভিহিত হইল।

৩। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অধুনা শিব-সঙ্গীত, শক্তি-সঙ্গীত, শ্যামা-সঙ্গীত, বিষ্ণু-সঙ্গীত, ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও বিবিধ-সঙ্গীত আদি নানা বিষয়ের সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইল। তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্ম্ম-নীতি ভিন্ন, সমাজ নীতি ও দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ক নানা সঙ্গীতও নিবেশিত হইয়াছে।

৪। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী মধ্যে কেহ যদি কখন সবান্ধবে এই গীতি শ্রবণ বা কীর্ত্তন, অথবা আদ্যোপান্ত পাঠ, করেন, এবং এই পুস্তক পাঠ করিয়া অন্ততঃ একজনের মনেও যদি ধর্ম্ম-ভাব উদ্দীপ্ত হয়, তবে আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

৫। সাধারণের পক্ষে গীতগুলি উপযোগী হইবে বলিয়া সচরাচর ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীর গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে আবার দুই একটী কঠিন সুর ও রাগের গীত রচিত ও নিবেশিত করা হইল।

৬। "অনুত্তম-স্তবনাবলি" রচয়িতা ভক্তিচেতা জাপকাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের রচিত কএকটী গীত এই পুস্তকের উপক্রমণিকায় নিবেশিত হইল। ইতি—

কলিকাতা, ১লা বৈশাখ।
শকাব্দা ১৮১১।

গ্রন্থকারস্য।

সূচি।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

সাত্ত্বিক সঙ্গীত।

উপক্রমণিকা।

শিব-সঙ্গীত।

রাগিণী পুরবী—তাল মধ্যমান।

ধ্যান কর সদা মন সে চন্দ্রশেখর হর।
সর্ব্বপাপহর সর্ব্ব, সম্পৎপ্রদ মহেশ্বর।
উপবিষ্ট যোগাসনে, ভূষিত রত্ন ভূষণে,
ত্রিনয়ন পঞ্চাননে, বরেশ্বর শুভঙ্কর।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান, ভালে ইন্দু সুশোভন,
স্তব করেন দেবগণ, সারাৎসার পরাৎপর।

(১)

শক্তি-সঙ্গীত।

রাগিণী কালাংড়া—তাল মধ্যমান।

প্রণমামি শৈলজে।
ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদির শিরোরত্ন পদাম্বুজে।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, ইন্দ্র আদি দেবগণ,
উৎপত্তি-স্থিতি-বিলীন ওচরণাম্ভোজে।
তুমি লক্ষ্মী, সরস্বতী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, শ্রুতী,
সর্ব্বদেবে অবস্থিতি তব, দশভুজে।
প্রপন্ন কালী-প্রসন্ন, মায়ামোহে অবসন্ন,
ইষ্ট নহে দাস্যভিন্ন, ওপদ পঙ্কজে।

(২)

অন্তর্যাগ ক্রম।

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

সুধাসিন্ধু মধ্যে শোভে, সুরপদ্ম সুকানন।
তদুপরি মণিদ্বীপে, চিন্তামণি সুশোভন।
শবাকারে সুখে, পরম শিব পর্য্যঙ্কে,
বিরাজিত তাহে দেবী কর বিচিন্তন।

আসন স্বাগতপাদ্য, অর্ঘ্যাদি ক্রমে নৈবেদ্য,
মানসে ষোড়শোপচার কর নিবেদন।
উপাদেয় উপহার, মানসেতে দান কর,
মানসেতে জপ আর মানসে বন্দন।
পূজ দেবী ভক্তি মতে, প্রদক্ষিণ মানসেতে,
এই সে অন্তর্যাগ কররে শ্রবণ।

(৩)

শক্তি-সঙ্গীত।

রাগিণী কালাংড়া—তাল একতালা।

তারে! তারো ত্রিনয়নী।
ত্রিলোচন মনোমোহিনী।
ত্রিগুণ বিহীনা ত্রিগুণধারিণী,
ত্রিতাপহারিণী ত্রিবর্গদায়িনী।
ত্রিদশারি-বিনাশিনী।

(৪)

জপানুষ্ঠান-ক্রম।

রাগিণী মুলতান—তাল মধ্যমান।

কি অপূর্ব্ব হেরি আজ নিশাতে স্বপন।
গুরু যেন কহেন আসি সাধন বিধান।
যাগযজ্ঞ পূজাবিধি, অপার সে পয়োনিধি,
"জপাৎসিদ্ধি""জপাৎসিদ্ধি"শুন সে সোপান।
ত্রিবিধ নিয়ম তার, বাচিক উপাংশু আর,
মানস সে সর্ব্বসার মুক্তির কারণ।
নহেক বিলম্বে উক্তি, নচাতি সত্বরে যুক্তি,
যাদৃশ মৌক্তিকপংক্তি কররে জপন।
মন্ত্রার্থমন্ত্র চৈতনা, স্মর, ত্যজ চিন্তা অন্য,
ভাবিয়া হৃদয়ে দেবী, মুখে মন্ত্র প্রচালন।
কুল্লকা জপরে শিরে, মুখশোধন তদন্তরে,
কণ্ঠে মহা সেতু হৃদে সেতু কর সংস্মরণ।
সুতক মৃতক দ্বয়, জপাদ্যন্তে নিবারয়,
মণিপুরে নির্ব্বাণ, জপের এই অনুষ্ঠান।

(৫)

ব্রহ্মময়ী সর্ব্বরূপার গীত।

রাগিণী বাহার—তাল জৎ।

গুণাতীতা গুণময়ী তুমি ব্রহ্ম সনাতনী।
নিরাকারা নিরাধারা তুমি সাকাররূপিণী।
তুমি শক্তি, তুমি শিব, সর্ব্বরূপে তার জীব,
প্রকৃতি পুরুষ তুমি, নারায়ণ নারায়ণী।
কিঙ্কর কালীপ্রসন্ন, করে এই নিবেদন,
সংশয় কর ছেদন তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িনী।

(৬)

শ্যামা-সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

সে যে শবোপরে স্থিরসৌদামিনী।
ভ্রমে সবে বলে শ্যামা মহামেঘ বরণী।
প্রভাবে যে রূপজ্যোতি, দীপ্ত হয় দিনপতি,
সেকি কভু হ'তে পারে জলদবরণী?

কেহ বলে জ্যোতির্ম্ময়, নিরাকার কেহ কয়,
জ্যোতি প্রভা সাকারা সেই ভুবনমোহিনী।
সাধক ভাবুক বিনে, সেরূপ স্বরূপ কেজানে,
উদিত হওয়া মনে, শ্যামা সনাতনী।*

(৭)

---

* উপক্রমণিকাস্থ সাতটী গীত সোমড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের রচিত।

প্রথম অধ্যায়।

গণেশ সঙ্গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

কেজানে কিরূপ ধর গণপতি গজানন।
বিনায়ক বিঘ্নরাজ, তুমি বিপত্তিনাশন।
মহেশ-মহিমাযুত, গিরিজা গীর্ব্বাণী-সুত,
তুমি সর্ব্ব গুণান্বিত, নাহি যায় বরণন।
দেব মধ্যে পূজা আগে, সিদ্ধিদাতা সর্ব্বভাগে,
অকিঞ্চন সিদ্ধি মাগে, ঋদ্ধি বৃদ্ধি কারণ।

(৮)

শিব-স্তোত্র।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

কেজানে মহিমা তব, স্মরহর ত্রিপুরারি।
যোগীশ্বর মহেশ্বর, লোকাতীত গুণধারী।

তুমি সর্ব্ব তুমি ভব, দেবদেব মহাদেব,
অনাদি অনন্ত শিব, সর্ব্বভুত-লয়-কারী।
বেদে রবি, রুদ্ররূপ, কেজানে হে কি স্বরূপ,
বরদ বারিদ রূপ, যোগী রূপ মনোহারী।
ব্রহ্ম উপাসনাস্থলে, দ্বিজ তোমায় কুতূহলে,
ত্রিসন্ধ্যা বন্দনা কালে, শরণ লয় তোমারি।
তুমি দেখ অনারাধ্য, সাধনা অতি অসাধ্য,
বুঝে ওহে কার সাধ্য, অভেদাত্মা হর হরি।

(৯)

লক্ষ্মী-সঙ্গীত।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

কমলে কমলাসনে দয়া কর কিঙ্করে।
বীণাপাণির সেবা বিনে বিদ্যা নাহি উদরে।
কি হেতু বারিধিতলে, সুধাংশু সহ রহিলে,
সুধা সহ নির্গমিলে, সাগর মথনে গো;—

অবোধ্য মহিমা তব বুঝিতে কে পারে ?
বিষ্ণুপ্রিয়া সনাতনী, নির্গুণে গুণদায়িনী,
লক্ষ্মীযুতজনে গণি, সর্ব্বগুণের আধার ;—
মোহন করুণা-কণা, যাচে সকাতরে।

(১০)

সরস্বতী সঙ্গীত।

রাগিণী যোগিয়া—তাল একতালা।

কি জানি কেমনে, ওমা বীণাপাণি,
তুষিব তোমারে, কি তান, কি স্বরে।
রাগ ও রাগিণী, নাজানি বাগ্‌বাণি,
তাল মান লয়, রহিত অন্তরে।
নির্গুণ হইয়ে, লক্ষ্মীযুত হয়,
সাধ করে হায়, বহুল মানব ;
তোমারে সেবিয়ে, ধনহীন হ'য়ে,
থাকি , তবু মূঢ়, নাহি বলে নরে।

তব কৃপা হ'লে, মুকে বাণি বলে,
অপার মহিমা, তোমারি বাখানি ;
অন্ধে কবিরাজ, করমা ভিষজ,
অধুনা বিরাজ, বিপিন-অন্তরে।

(১১)

গঙ্গা-সঙ্গীত।

রাগিণী কেদারা—তাল একতালা

স্মর-হর-কামিনী।
অষ্টবসু মুক্তি দাত্রী, পতিত-পাবনী।
কেশব-মোহিনী মূরতি গ'লে,
পরিণত পবিত্র জলে,
তরঙ্গে রঙ্গে কুতূহলে, সুরতরঙ্গিণী।
সগর-সন্তান মুক্তি কারী,
গঙ্গাধর জটা বিহারী,
যে হন মালিন্যহারি, ত্রিপথ গামিনী।

(১২)

বিষ্ণু-সঙ্গীত।

রাগিণী কানাড়া—তাল আড়া।

কে পারে চিনিতে তোমায় পুরুষ পুরাতন।
বাসুদেব বৃন্দাবনে, গোলোকে ব্রজ মোহন।
ভকত বিপত্তিকালে, ডাকিলে তোমারে,
অকাতরে দীনসখে বিতর করুণা ;—
মোহন মুরলীধর, মধু-রিপু, মুর-হর,
সৃজন পালন কর, কেজানে তুমি কোন্ জন ?
দর্পহারি দানবারি, ভু'লনা বিপিনে,
দয়া ক'রো দীননাথ, শেষের সে দিনে ;—
তুমিহে মহেশ-ঈশ, তোমারি ঈশ মহেশ'
এ রহস্য ভবাদৃশ, জনে জানে জনার্দ্দন।

(১৩)

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী জয় জয়ন্তি—তাল চৌতাল।

কেজানে তোমারে হরি, তুমি নিত্য নিরঞ্জন,
ষড় দরশনে ওহে, নাহি হয় দরশন।

পুরুষ প্রকৃতিসহ, একাকারে বিরাজিত,
যেমন চণক মাঝে, দ্বিদল হেরি গঠন।
নির্বিকার নিরাধার, গুণ যোগে হয় আকার,
অসাধ্য বুঝা সে সার, তুমি সনাতন।
বিশ্বরূপ জগৎপতি, জানে তোমায় কার শকতি,
বিপিনমোহন-গতি, শান্তি নিকেতন।

(১৪)

প্রকারান্তর ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

মহিমা তোমারি হরি, বর্ণিতে যাই বলিহারি।
কখন তুমি বন-বিহারী, রূপ কখন বিহীন।
বিধি বিষ্ণু গঙ্গাধর, ব্রহ্ম নাম হয় তোমার,
সনাতন নির্বিকার, আদি অন্ত বিহীন।
ভ্রান্ত মন, অনাদি অক্ষয়,
জানবে কিসে, অনন্ত অব্যয়,
যাঁহার মহিমা বিশ্বময়, প্রকাশিত নিশিদিন?

দিবাকর যাঁহারি নয়ন, বিশ্বময় যাঁহারি করণ,
সে মহেশ-চরণে শরণ, চরমে নিও বিপিন।

(১৫)

শ্যামা-সঙ্গীত।

রাগিণী সিন্ধু—তাল ঝাঁপতাল।

অপরূপ কার বালা হেরি শব হৃদি'পরি।
চিকুর চরণে পড়ে পয়োধর প্রভা হরি।
লজ্জারূপা বিবসনা, জগন্মাতা সযৌবনা,
দানবারি কোমলাঙ্গী, একি বড় কৌতুক হেরি।
বাম করে অসিধরা, লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করা,
বিকট দশনা কিন্তু ভক্তভয় নাশকরী।
বরাভয় প্রদ করে, নাচিছে রণ মাঝারে,
মোহন এই ভিক্ষা করে নাশ মা ভারত-অরি।

(১৬)

খেদোক্তি।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

জেনেছি মা ভবগুণ, আশ্রিতে কর নিগ্রহ।
নতুবা সময় পেয়ে দুখ কেন দেয় গ্রহ।

ভেবেছিনু মনে মনে, গ্রহ নিচয়-বিগুণে,
তারা-নাম অসি গুণে, অচ্ছিন্ন রবেনা কেহ।
মা তোমারে ডাকি যত, দুঃখ আসি ঘেরে তত,
মোহনেরি চিত ভীত, দুর্গানাম লবেনা কেহ।

(১৭)

খেদোক্তি।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

এই কি মা ধর্ম্ম হ'ল ডুবালে অধীন জনে।
অহরহ ডাকি দুর্গে, তবু না পড়িল মনে।
ভীম দুখ পারাবার, নাহি তার পারাপার,
তরঙ্গ যে অনিবার, মরি বুঝি এবে প্রাণে।
দুখ দেওয়া দুঃসময়ে, ভয় না করি অভয়ে,
কালীনাম-কলঙ্ক ভয়ে, মোহন যাতনা সনে।

(১৮)

খেদোক্তি।

রাগিণী মুলতান— তাল আড়াঠেকা।

কালীকালী ব'ল মন, দেহের অন্তিম কালে।
সংসার জঞ্জাল মুক্তে* বঞ্চনা করিবে কালে।
এভব যন্ত্রনা যত, দহে চিত অবিরত,
চিতানলে মৃতমত, নিস্তার চিতা অনলে।
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বভূতা, নিঃস্ব কবে হ'লে মাতা,
অন্যধন চাহিনা কিন্তু; চরণ চরমকালে।
কতবা নিদয়া হবে, যে ক্ষণ জীবন রবে,
রসনা কালী বলিবে, যা কর দাসেরি ভালে।

(১৯)

দুঃখোক্তি।

রামপ্রসাদি সুর।

কোথা গো মা নিস্তারিণী।
হের বুঝি প্রাণ যায় এখনি।
কবে আর হবে দয়া, দয়াকর মহামায়া,
এবে হৃদ্ বিদরে, দুখের তরে, তুমি মা অন্তর্যামিনী।

---

* মুক্ত হইয়া।

চিরদিন সমভাবে, গত হয় মা দীন ভাবে,
তোর বিভূতিভূষণ-রাঙাচরণ,
সার করেছি দিন যামিনী।

(২০)

খেদোক্তি।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

অধীনে নিদয় কেন স্থান দেও মা শ্রীচরণে।
বাঁচিতে নাহিক সাধ মানসিক জ্বালাতনে।
ঐহিকেরি সুখ যত, হইয়াছি অবগত,
আর বা সহিব কত, গতজন্ম-যোগ গুণে।
সংসার-সাগর-তরঙ্গ, দেখাইছে নানা রঙ্গ,
কিসে তরি এ দুস্তরে, ওচরণ তরি বিনে।

(২১)

দুর্গানাম।

রাগ মালকোষ—তাল মধ্যমান।

তোমারি সন্তান আমি আমারি বা কিসে ভয়।
দুর্গানাম মহামন্ত্রে হবে মা সব শত্রুক্ষয়।

আদি অন্তহীন তুমি, সিদ্ধি, শক্তি, সনাতনী,
ভবের ভয় নাশিনী, জগন্ময়ী জগন্ময়।
শ্রীপদ বাসনা করি, দিবস আর সর্ব্বরী,
মোহনে প্রদান করি, নাশ গো মা কালভয়।

(২২)

দুঃখোক্তি।

রাগিণী যোগিয়া—তাল একতালা।

উমে অধীনে, উপায় বিহীনে,
হের হের হের, মাত চন্দ্রাননে।
এ ভব ভাবনে, বিষয় যন্ত্রণে,
দিবানিশি আছি, ব্যাকুলিত মনে।
তুমি নারায়ণী, অনাদি, কারণ,
বিধি, বিষ্ণু, হর, তোমারি করণ,
ত্বংহি বিশ্বময়ী, ত্রৈলোক্য-তারণ,
চিদানন্দময়ী, হের অকিঞ্চনে।
বিশ্বমূলাধার, তুমি মা তারিণী,
গুণাতীত বিস্তু ত্রিগুণধারিণী,

নিরাকার সাকার, ত্রিবর্ণ রূপিণী,
কিদোষে এ দাসে ঠেল অকারণে।

(২৩)

শত্রুনির্যাতন।

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা।

কি ভয় আছে অভয়ে আদালতের বিচারে।
জননী আগতা (ওমা) জগন্ময়ীর দরবারে।
ধ্যাইতেছি ও শ্রীপদ, পদে পদে সব বিপদ,
বিগত হ'য়ে সম্পদ, অবশ্য আসিবে ফিরে।
বৈরী সবে মিলে ভবে, মন্ত্রণা করিছে এবে,
দিব্যচক্ষে দেখি ভেবে, অভয় দিতেছ মোরে।

(২৪)

ভব-ভয়।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

ভব ভয়ে ভেবে মরি অভয় দাওমা অভয়ে।
চরণ-আশ্রিত জনে কিসে ভয় ভব ভয়ে?

তুমি শিব তুমি ধাতা, তুমি বিষ্ণু জগন্মাতা,
দেব-দেব আরাধিতা, দরশনে এই কহে।
চরণ স্মরণ করি, হের উমে কৃপা ক'র,
নিদয়তা পরিহরি, মোহনেরে এসময়ে।

(২৫)

বিষয়ে প্রবেশ।

রামপ্রসাদি সুর।

এই কি মা তোর ছিল মনে?
শেষে বদ্ধ কল্লি অকিঞ্চনে।
অনুরক্ত ভক্ত ব'লে, বিংশতি কি এ কপালে,
যেমন বিষয় বিষে আশা মম,
পুরালি মা দাসের সনে?
কুপুত্র মিনতি করে, তব কৃপা কণার তরে,
তুমি নহ কুমাতা শৈলসুতা,
কৃপা ক'রো সেই নিদেনে।

(২৬)

দীনজনের উক্তি।

(*সিদ্ধ সঙ্গীত।)

রাগিণী ভৈরবী—তাল কওয়ালী।

দুঃখ আর ভবে কত সহিব মা তারিণী।
তারা তারা ব'লে ডাকি হের মা নিস্তারিণী।
সর্ব্বভূতে সংস্থিত, সর্ব্বস্থানে বিরাজিত,
সর্ব্ব শক্তিময়ী মাত, সর্ব্বকাল দর্শিনী।
বিষম বিষয়-জ্বালা, মন প্রাণে দেয় জ্বালা,
নিবাওমা সেই অন্তর্জ্জ্বালা, লজ্জা রক্ষা কারিণী

(২৭)

স্বপ্ন-দর্শন।

রাগ ভৈঁরো—তাল একতালা।

কি অপরূপ শিবানীস্বরূপ,
নিশি শেষে স্বপ্নে হেরি শিয়রে।
মুক্তকেশী কালী দশভূজা হ'য়ে,
কেশরী উপরে বিহরে।

---

*অর্থাৎ যে সঙ্গীত কীর্ত্তনে উদ্দেশ্য বিষয় সিদ্ধ হইয়াছিল।

(মাগো) উলাঙ্গী হইয়ে অসুর নাশিছো,
শশীমুখে সদা অট্ট হাসিছো,
সুধীর মূরতি অথচ ধ'রেছো,
কে জানে স্বরূপ শ্যামা তোমারে।
দুর্গা কালী ভেদ অন্তরে নিহত,
কৃষ্ণকালী-জ্ঞান তোমাতে নিহিত,
মনোকালী, কালি, নাশ অবিরত,
ভকত পতিত, প্রণতি করে।

(২৮)

অনিত্যসংসার।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়া ঠেকা।

কোথা গো মা ব্রহ্মময়ী হবে নাকি তব দয়া ?
কি আছে মা পুণ্যবল মোহমুক্ত হবে কায়া ?
কন্যা পুত্র পরিবার, কেহ নাহি হয় কার,
মায়াতে বলি "আমার,"এমতি মোহান্ধ হিয়া।
শমন আসিবে যবে, দারা সুত কোথা রবে,
একমাত্র তুমি ভবে, অন্তে দিও পদছায়া।

(২৯)

উপাসক ভেদে রূপ বর্ণন।

রাগিণী আলেয়া—তাল একতালা।

স্বরূপ রূপ, কেজানে স্বরূপ,
কেন হ'লে মাত এদাসে বিরূপ,
পুরুষ কি প্রকৃতি, তুমি গো মা সতি,
কিরূপে মা, তা জানিব ?
শাক্ত করিছে শক্তি পূজন,
বৈষ্ণবে করে বিষ্ণু সাধন,
সৌর সাধিছে সূরয-জ্ঞান,
কিরূপে তোমাকে পূজিব।
বিশ্ব তোমারি হের বিশ্বেশ্বরী,
তব সৃষ্টধনে তব পূজা করি,
ভব ভাবে মরি, ব'র ক্ষেমঙ্করি,
যেন ভবে আর না আসিব।

(৩০)

নিন্দাছলে স্তুতিবাদ।

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

(শ্যামা) কেন নিদয়া হ'লে।
কিসে অপরাধি, আমি নিরবধি,
আছে কোন বিধি দেও মা ব'লে।

তুমি, নিজে হ'য়ে আছ নিতান্ত নির্গুণ,
কুপুত্রেতে সহজে বিগুণ, হের সগুণ,
নির্গুণসুতে, গুণবতী মাতা ভূমণ্ডলে।
মনোদুখ যত কথা বল, বলি কারে,
মাগো এবে হের মোরে,
ঘোর তিমিরে মোহন শিহরে,
স্থান দিও গো মা পদ কমলে।

(৩১)

বৃথা চিন্তা।

(সিদ্ধ সঙ্গীত।)

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

কি হবে মা জগন্ময়ী ভবে, এ দীনের উপায় কি হবে।
বৃথা চিন্তায় দিনগত আত্মচিন্তা করি কবে।
মহামায়ায় মুগ্ধ মন, না বুঝিনু কি আপন,
বিষয়বিষে জ্বালাতন, জাল-মুক্ত হব, কবে?
দুর্গতি-নাশিনী তারা, সাকারা ও নিরাকারা,

হের দীনে ভবদারা, (ওম)
সারা হই মা ভাবী ভেবে।

(৩২)

রাঙ্গা পদ।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

(এ) কি ঘোর বিপদ!
বিষয় আশয়ে মত্ত, ভুলেছো পরম পদ।
চিন্তিয়ে বিভব-ধন, সদা উচাটন মন,
পরমার্থ বিস্মরণ, হ'তেছো মোহন।
সময়ে হ'য়ে সাবধান, কররে অনাদিধ্যান,
অচিন্ত্য অব্যক্ত ধন, নিস্তারিণী-রাঙাপদ।

(৩৩)

কর্ম্মফল।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

তুমি মা শ্যাম, নিত্যনিরুপমা,
সনাতনী জগতারিণী।
মোহেতে অন্ধ স্বভাব মন্দ,
কিরূপে জানিব জননী।

বিধি বিষ্ণু হর তোমারি পালিত,
রবি শশী তারা তোমারি আশ্রিত,
কীট্ অনুকীট শ্রীপদ প্রার্থিত,
রক্ষাঙ্কুরু তারিণী।
নিজ কার্য্যফলে করি ফলভোগ,
তব দোষে নহে ঐহিকেরি ভোগ,
মোহনের যবে হইবে বিয়োগ,
হেরে মা শিবমোহিনী।

(৩৪)

পতিতপাবনীর সমীপে প্রার্থনা।

রাগিণী মুলতান—তালআড়া ঠেকা।

"পতিত পাবনী তারা"—এই মাত্র আশা আছে।
নিরুপায়ে অসময়ে, দাসেরি মায়েরি কাছে।
পাতকে পূরিত দেহ, প্রজ্বলিত মত গেহ,
নিবাইতে নাহি কেহ, দগ্ধ হ'য়ে মরি পাছে।
অনন্ত মহিমা শুনি, তোমারি শিবমোহিনী,
অন্তিমে মোহনে ক্ষমি, স্থান দিও পদ পাছে।

(৩৫)

আগমনী।

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়াঠেকা।

বহুদিন পরে এলে, এবারে থাক দশদিন।
আস মা তিন্ দিনের্ তরে কেমন প্রাণ কঠিন।
এ ভব মায়া নির্ম্মিত, তব ভব মায়াতীত,
বিদায়ে যাতনা যত, কি জান মা মায়াহীন।
ব্রহ্মাদি ত্রিদেব যত, তব গুণগানে রত,
জগন্মাতা তুমি মাতঃ, আমি মা মায়া অধীন।

(৩৬)

শান্তি-প্রার্থনা।

রাগিণী পুরবী—তাল আড়াঠেকা।

দয়াকর দীননাথ, সহেনা ভব যন্ত্রনা
বৎসরেক সম দিন, দিতেছে মন যাতনা।
ভাই বন্ধু পরিবার, অর্থযোগে একান্তর,
তিলেক ত্রুটিতে কার, অনর্থ হয় ঘটনা।
ধন তৃষা অনিবার, তাহে আছি হে কাতর,
শান্তিবারি দানে নাথ, হর অন্তর বেদনা।

এদিকে দিনান্ত সহ, নিকটস্থ যম গেহ,
অন্তিমে বিপিনে দেহ, মুক্তিরূপ কৃপাকণা।

(৩৭)

দেহ-তত্ত্ব।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

শিবে কিহবে আমার।
বিষয়-বাসনা-বিষেরি যাতনা করিতেছে জর জর।
অসার সংসার, জানি আমি সার,
তুমি সারাৎসার, সংসার ভিতর,
অন্তর আমার না বুঝিয়ে সার, সারা হ'ল নিরন্তর।
বিপক্ষ ছ'জনা, দিয়ে কুমন্ত্রণা,
সাপেক্ষ হ'তেছে করিয়ে বঞ্চনা,
মন নাহি বুঝি তাদেরি ছলনা, হইতেছে অধীর ;—
ভিতরে বাহিরে প্রহরি দশজনা,
দেখে নাহি দেখে এ ভব লাঞ্ছনা,
চির গেহ-দেহ করে বিবেচনা, কিকরি মা তার।*

*—তার অর্থাৎ তদ্বিষয়ের।

দারাসুত যত, সবে হ'য়ে রত,
বিষয় আশয়ে ক'রিয়ে প্রবৃত্ত,
দুখ দানে করি অবিরত ব্রত,ভাবে মোরে অমর ;—
এ ভব সাগর. হেরিয়ে দুস্তর,
হ'য়ে আছি মাগো একান্ত কাতর,
তুমি কর্ণধার, হর, করি পার, মোহনেরি দুখ ভার।

(৩৮)

ধনহীনের খেদোক্তি।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কোথা মা ধনেশেশ্বরি, হের রমে অকিঞ্চনে।
নির্ধন জীবন মাগো, জীয়ন্তে সম নিধনে।
চাতক মত পিপাসা, ধনাগমে পূর্ণ আশা,
তব কৃপা কণার্ আশা, দুরাশায় বাঁচিনে প্রাণে।
হীন প্রভ হীন মান, হীনাদর হীন জ্ঞান,
হীন রহি চিরদিন, ধিক ধিক এজীবনে।
দয়া লাজ মায়া স্নেহ, সকলি ত্যজেছে দেহ,
লক্ষীছাড়া হলে কেহ, কথা কয়্না প্রিয়জনে।

(৩৯)

আগমনী।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

প্রভাত হইল নিশি আমার উমা ঘরে এলো।
দুখ হরা তারা হেরি, ভব দুখ দূরে গেল।
ত্রিজগৎতারিণী শ্যামা, নির্ব্বিকারা নিরুপমা,
বুঝিতে না পারি উমা, তোমারি ভব-কৌশল।
তুমি মা অচিন্ত্যাকারা, কিরূপে তরিব তারা,
নিরুপায়ে ভবদারা, মোহন ভাবিয়ে ম'লো।

(৪০)

মায়ীর গান।

(সিদ্ধ সঙ্গীত।)

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল আড়া ঠেকা।

কোথা গো রহিলে মাত, হের আসি ত্রিলোচনে।
বৈরিদলে মিলি এবে, নির্য্যাতনে অকিঞ্চনে।
নিত্য নিরঞ্জন তুমি, নিরুপমা নিস্তারিণী,
ব্রহ্মময়ী সনাতনী, নিদয়া হ'ও না উমে।

মানীর মানেরি কাছে, কোথা আত্ম প্রাণ আছে,
মান ভগ্ন হয় যা পাছে, সমাশ্রিত প্রাণ পণে।

(৪১)

পঞ্চ ভূতদেহ।

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

মাগো নিস্তার এ ভবে।
তব কৃপা কণা বিনে বিপিনের কি হবে?
এদেহ প্রপঞ্চ সব, পঞ্চভূত হবে শব,
মুঞ্চ মন, মায়া মোহ, অন্তে মাতা ভবে।
বিষয় বাসনা বশে, বদ্ধ আছি মায়া পাশে,
মিনতি মাতৃসকাশে, মুক্তি পাব কবে?

(৪২)

হতভাগ্যের খেদ।

রাগিণী পাহাড়ি—তাল আড়াঠেকা।

কোন দোষে দণ্ড কর আমি কি চির আসামী?
হইয়াছি পি হীন দ্বিম সদা সগতি।

ভাগিনেয় ভগিনীগণ, করিয়াছে চির প্রয়াণ,
তদন্তে অগ্রজ নিধন্, সহি, হ'য়ে কঠোর প্রাণী।
*হিরণ্ময়ী শোকাকুল, তাহে হে একি ঘটিল,
†প্রিয়ম্বদা কোথাগেল, মরি মরি ওমা আমি ?
কর্ম্মফলে যত ভোগ, কত মা সহিব রোগ,
কায়মনোবাক্যে কালি, বিপদে শ্রীপদে নমি।

(৪৩)*

ধন-তৃষ্ণা।

(সির সঙ্গীত।)

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

দিনগত হবে ভবে হের মা দীন জননী।
কিন্তু কি মানীর মান রহিবে হে নিস্তারিণী।
বিষসম বিষয়াশা, দুর্ণিবার ধন তৃষা,
জর্জ্জরিছে দেহ মন, ঔষধি কেবল তুমি।
চিন্তিয়া পদ কমলে, শ্রীপদ যুগল তলে,
রাখিয়াছি চিন্তানলে, বিদল বিমলে তুমি।

---

*।স্নেহ ময়ী দয়।

তব মহিমা অপার, বর্ণিতে বা সাধ্যকার,
অকিঞ্চনে দয়াকর, বিতর পরেশ মণি।

(৪৪)

দেবী-মূর্ত্তি অদর্শনে ভক্তের উক্তি।

রামপ্রসাদী সুর।

ক্ষতি কিছু নাহি তারা।
নহি অদর্শনে মন মরা।
চর্ম্মচক্ষে অদর্শনে, যাতনা না গণি মনে,
তুমি হৃদে গাঁথা, শৈলসুতা, হেরিবারে না হইসারা।
বর্ণ হারে বর্ণ হারে, কে পারে মা বর্ণিবারে,
তুমি নর কি নারী, বুঝ্‌তে নারি,
নারদআদি দিশে হারা।

(৪৫)

ডাকুরাগ্রামে ঈশ্বরীর সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

মহামহিমা হেথা হেরি মা জগদীশ্বরী।
অকিঞ্চনে হর প্রিয়ে হের মাত দিগম্বরি।

বিষয়ে হইয়ে মত্ত, বিচলিত সদা চিত,
পূজিতে তোমারে মাত, বিস্মরি মা শঙ্করি।
পরমাত্মা তুমি শিবে, সগুণেতে শর্বশিবে,
ভকত বৎসলা ভবে, ভবানী, মোহনেশ্বরী।

(৪৬)

দুঃখোক্তি।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল একতালা।

(দাসের) সজল নয়ন,
হেরে হয়না কি দয়ার উদ্দীপন্।
দহিতেছে চিতানল চিদাকাশে,
এমতি বিষয় বিষে জ্বালাতন।
দুর্গতি নাশিনী জানি করুণা অসীম মানি,
তথাপি কি পাপে ভবা, কপাল পোড়া,
শান্তি বিনে সারা হ'ল দীন মোহন্।
দুখেতে জীবন ক্ষয়, হ'তেছে তাহে কি ভয়,
তোমারি অভয়া নামের কলঙ্ক ভয়,
বিদরিছে মম হৃদি, প্রাণ, মন।

(৪৭)

আগমনী।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

দুর্গে, এস মা কোলে।
পাগলিনী পাষাণী মা, হের মঙ্গলে।
সপ্তমীতে হেরে তোরে, গিরিরাজ হর্ম্ম্যোপরে,
ভেসেছি সুখ অন্তরে, সুখ সলিলে ;—
মোহন শ্রীপদতলে, পড়ি, পুষ্প বিল্বদলে,
পূজিবে সর্ব্বমঙ্গলে, আছে কি ভালে ?

(৪৮)

দুঃখোক্তি।

রামপ্রসাদী সুর।

আমি তোর অভাগা ছেলে।
নাহি এমন ধারা ভূমণ্ডলে।
জমা অঙ্কে কেবল কিছু, খরচ তাহে ষোল আনা,
এসত্য রহস্য, অবিশ্বাসা, প্রতিক্ষণে প্রাণ জ্বলে।
আত্মজন্ বুঝেনা জ্বালা, সদাই রুষ্ট গিরিবালা,

তাইতে সকাতরে, ডাকি তোরে,
শান্তি দেমা সাত্ সকালে।

(৪৯)

শ্রীশ্রী৺জগন্ময়ীকে প্রণাম করা জন্য কোন ব্রাহ্ম বন্ধুর হাস্য বিলোকনে ভক্তের উক্তি।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

অজ্ঞান অসার নর হেস না আমারে হেরি।
"তত্ত্ব" জ্ঞানে মত্ত হ'য়ো ভেদ জ্ঞান পরিহরি।
ব্রহ্মশব্দে বাচ্য যিনি, সেই চিদানন্দে নামি,
পূর্ণানন্দ প্রসবিনী—কালী, কৃষ্ণ, হর, হরি।
নির্ব্বিকারা নিরুপমা, চিন্ময়ী, বরদা শ্যামা,
বরং দেহি ওমা উমা "ব্রাহ্মতত্ত্বে" নাহি মরি।
আধ্যাত্মিক ভাবে, ওরে, মুখে বল, ভাব যাঁরে,
শোভিছে সে শ্যামাপদ মোহন-হৃদি মাঝারি।

(৫০)

বিপদে স্তোত্র।

(সিদ্ধ সঙ্গীত।)

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাপতাল।

এবে ভবে হবে কিবে দশা মা তারিণী।
হের মা হের মা দাসে উমে শিব মোহিনি।
বিপদ-জাল-জড়িত, দীন হীন নিপীড়িত,
যাতনা সহিব কত, তোমার সন্তান হই ;—
তুমি কি মা হেরিবেনা ? অশিব নাশিনি।
বিজয়ী লক্ষণাগ্রজ, পূজি শ্রীপদ পঙ্কজ,
মঙ্গলে, সে পদ-রজ বিমুখ কেন দিতে ;—
বিপিন ধরিয়ে সে পায় লবে নিস্তারিণি।

(৫১)

আগমনী।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

সম্বৎসর পরে এলে এসো মা আমারি উমা।
ধৈর্য্য-ধরি প্রাণেমরি, আছি মা হেরিতে তোমা।

হইল বৎসরোপরি, হেরেছি মুখ তোমারি,
কত আশা হৃদে ধরি, হেরিতে তোমায় ;—
মা ব'লে ডাকিয়ে মোরে, হৃদি-তাপ দেও দূরে,
বসিয়ে হৃদি মাঝারে, ঘুচা গো প্রাণ-কালিমা।
নির্ব্বিকারা নিস্তারিণী, তুমি মা বিশ্ব-জননী,
বিশ্বনাথ-প্রসবিনী, কে পারে চিনিতে ;—
মায়াতে মা বল শ্যামা, নিরাকারা নিরুপমা,
আমিযে পাষাণী তাইমা,কোলেথেকে ছাড়ি এ মা।
এবারে যে চারি দিনে, হেরিব মা কায়মনে,
পঞ্চম দশমীর দিনে, দিবনা ছাড়িয়ে ;—
ভবু হ'লে কোপান্বিত, মিন'ত করিব কত,
হইব শরণাগত, রেখে যেতে মম শ্যামা।
মোহন ভাবে অন্তরে, কি দিয়ে পূজি মা তোরে,
অন্তরেতে ভক্তি-বারি, কেবল সম্বল ;—
চিত্ত-পুষ্প ভক্তিজলে, পূজিব পদ-কমলে,
হের গো সর্ব্বমঙ্গলে, দাসেরে করিয়ে ক্ষমা।

(৫২)

কাতরে স্তোত্র।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়া ঠেকা।

কাতরে তোমারে ডাকি হের মা কাতর জনে।
বিতরি করুণা-কণা তরাও মা অকিঞ্চনে।
কণ্টকর এসংসার, ঘোর দুখেতে জর্জ্জর,
কাল-ভয় নাহি মোর, এমতি দুর্ম্মতি মনে।
কখন আসিবে কাল, নাহি তার কালাকাল,
তথাপি বাসি হে ভাল, রঙ্গিতে ছার জীবনে।
ঘোর দুখ পারাবারে, কে আছে মা তরিবারে,
কটাক্ষ কর কিঙ্করে, যাতনা সহেনা প্রাণে।

(৫৩)

আগমনী।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

হের হে রাজন মম চিদানন্দময়ী তারা।
হেরিয়ে দুর্গারে নাথ তৃপ্তি নাহি পায় তারা।
শতজন্ম যোগাসনে, বসিয়ে একান্ত মনে,

পেয়েছ পার্ব্বতীধনে, পাশরিলে একি ধারা;—
নগেন্দ্র-নন্দিনী শ্যাম', নিস্তারিণী নিরুপমা,
হেরিতে তোমারে উমা, হ'য়েছি অধীরা।
কালিকা গৌরী হইলে, এরহস্য ভেদ হ'লে,
জানিবে জগতি তলে, দুর্গা কালী ভেদ হরা;—
এস মা হৃদি মাঝারে, আঁখি ভোরে হেরি তোরে,
ক্ষীর ননী ধর করে, পাষাণী মায়ের কিরা।
বৎসরান্তে তিন দিন, হেরে তব হাস্যানন,
মনোল্লাসে হই মগন, তুমি যে মা সারাৎসারা;—
বিপিন বিলোকি শ্রীপায়, দুস্তরে ছাড়িতে না চায়,
দাসত্ব-ধনেরি আশয়,—দুরাশায় হইল সারা।

(৫৪)

ভব-নাট্য।

রাগিণী ছায়ানাট—তাল একতাল।

তাই ভাবি তারিণী, ওমা হেমাঙ্গিনী,
ভব-নাট্যে কত নট সাজিব।
নবনব সাজে, ভবনাট্য মাঝে,

যাতায়াতে কত সাজা সহিব ?
সেজে থাকি মাগো মনোমত সাজ,
ইষ্টধন পেলে তুষ্ট হই মা আজ,
না সাজিয়া থাকি সেরূপ সুসাজ,
বল উমা আরনা সেজে আসিব।
পদে পদে যবে বিপদ লক্ষ্য করি,
ভবে তরিবারে শ্রীহরিরে স্মরি,
সম্পদ-সময়ে শ্রীহরি না হেরি,
কুমতি কুমতে কত মজিব !

(৫৫)

বিষ্ণু-সঙ্গীত।

(সিদ্ধ-সঙ্গীত।)

রাগিণী ছায়ানাট—তাল কাওয়ালি।

(তব) শ্রীচরণ হে মধুসূদন,
শমন-ভয়-দমন, সহজে করি স্মরণ।
যুগে যুগে কত ছলে, বাল্যলীলে প্রকাশিলে,
সলিলে ভাসালে শীলে, কালেতে হলে পতন।

সনাতন স্বয়ম্ভুব, অনাদি অনন্ত রূপ,
কেজানে স্বরূপরূপ, সেরূপ হে নারায়ণ।
ভক্তাধীন তুমি হরি, সঙ্কটে স্মরণ করি,
মোহনেরে পরিহরি, কোথা রহিলে এখন?

(৫৬)

খেদোক্তি।

রামপ্রসাদী সুর।

তেঁই ডাকি মা তোরে সদা।
কালী নামাবলি মুক্তিপ্রদা।
"বিশ্ব আদ্যং বিশ্ববীজং" বিশ্বভার কর বহন্,
এযে বিষম কথা, এই বারতা—
ভক্তভাবে কাতর যদা।
দাসের ভার বহন্ তরে, শকতি নাছিল তোরে,
তবে দশের বোঝা ঘাড়ে দিলি,
কোন্ বিচারে হে সুখদা?

দ্বিজ বিপিন্‌মোহন চায়,
একান্তরে তোর রাঙাপায়,
করযোড়ে বলে, অন্তিমকালে,
দেখা দিও গো শারদা।

(৫৭)
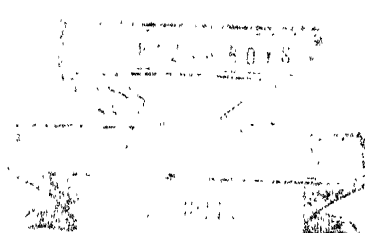
দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিপাকে নিবেদন।

রাগিণী ইমন—তাল চৌতাল।

(আস্থায়ি।)

কংসাসুর সমরে কৃষ্ণ-রক্ষণ পরায়ণী,
দশানন বিনাশনে, রাম-ইষ্ট প্রদায়িণী
প্রিয়ঙ্করী।

(অন্তরা।)

জগন্মাতা জয়ন্তী জয়দুর্গা জন্ম হারিণী,
স্মর-হর-বিলাসিনী, শ্মশানবাসিনীশ্যামা
শুভঙ্করী।

(সঞ্চারী।)

কৌমারী বামা বিমলা ব্রাহ্মী গিরিজা
গায়ত্রী সাবিত্রী, ত্রিদশারি বিনাশিনী
ভয়ঙ্করী।

(আভোগ।)

নিবেদন করুণাময়ি, করিছে করপুটে,
"বঙ্গবাসী যেন ত্যজেনা সনাতন
ধর্ম্ম-ধন বিপাকে" ক্ষেমঙ্করী।

(৫৮)

মধ্য বঙ্গস্থ ঢাকরেশ্বরী-সঙ্গীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

মনো কালী যায় গো হেরে ষোড়শী কমলা।
মুক্তি দাত্রী মুক্তকেশী, যে কালী সেই কালা।
নগেন্দ্রনন্দিনী শ্যামা, নবীন নীরদোপমা,
ক্ষেমঙ্করী করে অসি, নৃমুণ্ডে, শোভে মালা।
প্রত্যক্ষ তোমারি দয়া, মধ্যবঙ্গে মহামায়া,
দাসে দিয়ে পদ-ছায়া, হর হৃদি-জ্বালা।

(৫৯)

ভগবতীর স্তোত্র।

(হাফ্ আকড়াই সুর।)

রাগিণী পরজ বাহার—তাল তেওট।

শ্রীধরী শিবকরী।
কৃপা সাগরী (উমা) বরাভয়করী।
বিশ্বেশ্বরী, মাহেশ্বরী, জয়করী (হের),
শ্যামা শঙ্করী (দাসে) ভক্ত ভয়হরী।

(৬০)

দুর্গা সঙ্গীত।

রাগিণী টোড়ী—তাল আড় ঠেকা।

অপরূপ কার কামিনী এ বিহরে।
হরি পরে, ত্রিলোক আলোক করে,
হেরে অরি ডরে।
মহাঘোরা অসিধরা, দশভুজা ভয়ঙ্করা,
কোটী যোগিনীতে ঘেরা, হেরি হে সমরে ;—
যে নরে জানে তোমারে, আর না আসে উদরে
করুণাময়ি হের এ পামরে।

(৬১)

অপরকে পুত্রসম স্নেহময়জ্ঞানে পালনের ফল।

রামপ্রসাদী সুর।

কালীপদে প্রাণ বিরাগী।
ওপদ ভুলে থাকি পরের লাগি।
পরের্ বোঝা বহার্ তরে, জন্ম জন্ম ফিরি ঘুরে,
এ কাল্ কাট্‌ল ভাল, বিকাল্ হ'ল,
ভবঘোরে রেহাই মাগি।
পরের্ তরে ধনের বহন,
পর-কার্য্যে প্রাণসমাপন,
এখন্ ফল্ ফলিল, প্রাণগেল,
পর হ'ল না অনুরাগী।

(৩২)

শ্যামা স্তোত্র।

(হাফ্ আকড়াই সুর।)

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল একতালা।

মহেশ-মোহিনী।
ভবানন্দ-কারিণী, দনুজ-দলনী,
দুখহারিণী, নগেশ-নন্দিনী।

মুক্তিদাত্রী ত্রিতাপনাশিনী,
বিন্ধ্যবাসিনী বিপদ ভঞ্জিনী,
হের হের, শিব সোহাগিনি,
এ দীন বিপিনে ভব-ভামিনী।

(৬৩)

বাদাবনে চণ্ডাল মধ্যে পতিত হইয়া চামুণ্ডার স্তব।

(সিদ্ধ-সঙ্গীত।)

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কোথা গোমা আনিলে আমায়।
পড়িয়ে চণ্ডাল সহ বুঝি মান যায়।
চামুণ্ডে চণ্ডনায়িকে, ওমা লম্বিতমালিকে,
হের এ দীনসেবকে, কটাক্ষ কৃপায়।
নিরুপমা নিস্তারিণী, সগুণে সাকারা তুমি,
মানীর মান দায়িণী, রেখ রাঙা পায়।

(৬৪)

শ্রীশ্রী৺ডাকরেশ্বরী সমীপে বিদায় গ্রহণ।

রামপ্রসাদী সুর।

বিদায় দেমা, ঘরে আসি (এলোকেশী)।
আমি পরের কাজে পরবাসী।
চর্ম্মচক্ষে আর হবে না, দেখ্‌ব রাঙা পা দুখানি,
হয় শমন-ভয়, ওপায়ে লয়,
তাইতে হের্‌তে ভালবাসি।
পরের তরে তৎসকাশে,
ক'রেছি দোষ রাশি রাশি,
এবে ক্ষমি দাসে, বর'শেষে,
ঐচরণে হই প্রয়াসী।

(৬৫)

বিষম সমস্যা।

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল আড়া।

কেমনে রহিব ভবে শরতে না পূজি মারে।
বিফল জীবন তার এ নিত্য কাজ্ যেনা করে।

জ্ঞাতি বন্ধু সবে মিলি, ধর্ম্মে দিলে জলাঞ্জলি,
কিরূপে তাঁদেরি ঠেলি, একাকী পূজি তোমারে?
এদিকে পতিত হই, প্রাণে বা কিরূপে সহি,
হ'য়ে আছি ধরাশায়ী, বিষম সমস্যা হেরে।
অতি হীন কর্ম্ম-ফলে, পূজা না লও বিমলে,
প্রধানা মানসী পূজা, করিব হৃদি মাঝারে।

(৬৬)

পূজার জন্য নিজ-জাত উপকরণ

অভাবে ভক্তের উক্তি।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

কিদিয়ে পূজি মা তোরে কিছু নাই "মোর" সংসারে?
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হের, সৃষ্ট হ'ল তব করে।
তন্ময় বিশ্বসংসার, দিবাকর নিশাকর,
তারকা নিকর হের, প্রভা ধরে তব করে।
অনিল অনল জল, তুমি সৃজিলে সকল,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, তবাদেশ শিরে ধরে।

ভক্তি-বারি হৃদে ধরি, চিত্ত-পুষ্পে পূজাকরি,
ভিক্ষাকরি ক্ষেমঙ্করি, মুক্ত ক'র যমকরে।

(৬৭)

দীনজনের দুর্গোৎসব।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

কেমনে পূজিব তোরে ভাবিয়ে হ'তেছি সারা।
নাহি ধন, নাহি জন, নিরুৎসাহে মরি তারা।
পূজেছিলেন্ নারায়ণ, শ্রীরাম পদ্মলোচন,
শতদলের আয়োজন, গদগদ প্রেমে ভরা।
সে প্রেম নাহি অন্তরে, এপ্রেম প্রেমিকা তরে,
রহিলে সে প্রেমান্তরে, ভাসিত নয়ন-তারা।
মোহন পাইবে মতি, করিতে মা স্তব স্তুতি,
তেমতি গাঢ় ভকতি, সে শক্তি তোমারি তারা।

(৬৮)

মহাপূজায় উৎসাহ ভঙ্গ।

রামপ্রসাদী সুর।

আমার সাধ না পূরিল।
মনের আশার বাসা ভেঙ্গে গেল।
ভেবেছিনু একান্তরে, পূজিব মা পূতান্তরে,
তাহে গুরুজনের অবিচারে, হিতে বিপরীত হ'ল।
অখিলেরি ভয়হরী, তোমারে পূজি কি করি,
এ যে হতভাগ্যের, অসৌভাগ্যে,
পাপপঙ্কে সব মজিল।
দাসের দায়িত্ব কোথা, ক্ষম মা দাসে সর্ব্বথা,
সে যে সকাতরে, হেরি তোরে,
নয়ন-বারি সার করিল।

(৬১)

মহাকালীর স্তব।

কীর্ত্তন ভাঙ্গাসুর—তাল একতালা।

(প্রশ্ন।)

করাল বদনা, ঘোর দরশনা,
এলোকেশী নারী কে?

চরণ পঙ্কজে, চিকুর বিরাজে,
চিনিতে নারি এ কে ?
ডানি বামে হেরি, দুই দুই চারি,
উচ্চে নিচে কর কে ?
অভয় বরদা, করে অসি সদা,
নর-শির-কর কে ?
মহা মেঘ সমা, প্রভা অনুপমা,
হেরি বিবসনা কে ?
গলে মুণ্ডমালা, রূপে করে আলা,
কাহার ললনা এ ?
গলিত রুধির, ঝরে দর দর,
শ্যাম কলেবর কে ?
রকত রঞ্জিত, গৃধিনী-গঞ্জিত,
কাণে যুগ্ম শর কে ?
করাল আস্য, গভীর হাস্য,
পীন-উচ্চ কুচ কে ?
কি কর নিকরে, কাঞ্চী শোভা করে
এ বিমুক্ত-কচ কে?
ঘোর রব করি, মহা ভয়ঙ্করী,

শ্মশান বাসিনী কে ?

তরুণ অরুণ, কিরণ যেমন,

ওই ত্রিনয়নী কে ?

শব-শিবপর, সহ দিগম্বর,

হইয়ে নগনা কে ?

প্রসন্ন বদনা, সুখ-স্মেরাননা,

কেলিতে মগনা কে ?

(উত্তর।)

যাঁহার আদেশে, আকাশে বিকাশে,

রবি, করশালী রে।

যাঁহার বারতা, প্রকাশিছে সদা,

সেই মহাকালী রে ?*

(৭০)

শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী নারায়ণ জীউর স্তোত্র।

রাগিণী জয় জয়ন্তি—তাল চৌতাল।

হরি হর কি বিরিঞ্চি, অভেদ পরমাত্মন,

বিজ্ঞান বিহীনে নাথ, ভেদ করি বিলোকন।

---

* রাগিণী জয় জয়ন্তি তাল ঢিমে তেতলাতেও এই সংগীত গীত হইতে পারে।

বিশ্বরূপ বিশ্বপতি, শিলায়্ লক্ষ্মী নারায়ণ,
কেজানে তোমারি অন্ত, অনন্ত রূপ ধারণ ?
ভবানন্দ মজুমদারে, দয়া করিলে অন্তরে,
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপতিরে, দিলে রাজ্য ধন।
রামচন্দ্র বৈদ্যবংশ,-রায়রেঁয়ে, অবতংশ,
করিতে সে নৃপ ধ্বংস, হরে রাজ্যাসন।
শূন্য.করি রাজ-পুরী, আনিল তোমারে হরি,
তদবধি বিরাজ হে. এদীন-ভবন।
ভূপতি মহিষাদল. সেবিত পদ কমল,
যাবত রাণী জানকী, নাহয় নিধন।
অধুনা বিভবচ্যুত, কিরূপে সেবি অচ্যুত,
অন্তরে হ'য়েছি ভীত, হে মধুসূদন।
সেমতে ব্রজ মোহন,—তনয় তব সদন,
যাচেহে কিঞ্চিত ধন, সেবিতে চরণ।

(৭১)

অদ্ভুত বিচার।

রাগিণী শঙ্করা—তাল আড়া।

বুঝিতে না পারি দুর্গে অপূর্ব্ব তব মহিমা।
দেবস্ব হরয়ে যেবা, সুখের নাহিক সীমা।
তোমা বিনে, যে না জানে, স্থাননাহি পায় যানে,
ঘোর দুখে এ জীবনে, সে সহে যত কালিমা।
যে পাপী হরে না স্মরে, কোটীশ্বর কর তারে,
মোহন বলে দুস্তরে, অদ্ভুত বিচার তোমা।
যাহে সেবিব শূলপাণি, যাবচ্চন্দ্র দিনমণি,
সেধন, দীনজননি, অন্তিমে বিতরো গোমা।

(৭২)

মাতৃধন।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

আছে কি কোন বিধান ভবে তরি তারা।
শ্রীচরণে শান্তি যাচি, বরষ কৃপা-ধারা।
মাতৃধনে পুত্রাধিকার, এই রীতি চির প্রচার,
সে ধনেতে অনধিকার, ভাবিয়ে হই সারা।

ভব-চিন্তা-জ্বর-ক্লেশ, চিত্তে না দেয়্ সুখ-লেশ,
সময়ে ঔষধি দানে, বাঁচাও দুখ হরা।

(৭৩)

পৈতৃক ধনের স্বত্ব।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

চাহিনা মা তোমা কাছে, যেধন নহেক মোর।
ন্যায্যধনে দাবী করি ক'রনাক অবিচার।
উত্তমাঙ্গে হেরি তব, শিবজ্যোতি আবির্ভাব,
মধ্যমাঙ্গে বিষ্ণুতেজ, সহজে নহে আমার।
অধমাঙ্গ চরণ্‌তলে, পিতামহ-প্রভাজ্বলে,
ওচরণ্ পৈতৃক ব'লে, নিধনে মোরে বিতরো।
পিতা যেধন-উদ্দেশে, অকালে * যান কৈলাশে
পিতৃ নিধনেরি শেষে, সে ধনে মমাধিকার।

---

* কেননা ৺ পিতৃদেব মহোদয় ৩৯ বৎসর ১ মাস ২১ দিন বয়ক্রমে স্বর্গারোহণ করেন। পরলোক যাইবার পূর্ব্বে পুরশ্চরণ সাধন করিতে গিয়া প্রত্যাদেশিত হয়েন যে ইহজগতে তাঁহার মঙ্গল হইবেনা—পারলৌকিক শুভ হইবেক।

(৭৪)

বর্দ্ধনশীল বিভব-আশা।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

প্রবেশি বিষয়ে যবে বিশ মুদ্রা বেতনে।
কত যে বলেছি দয়া করিবারে অধীনে।
শুনিয়ে সে আবেদন, কৃপা করিলে তখন,
দিনে দিনে প্রলোভন, বেড়েগেল হের মা ;—
দ্বিশত রজত শেষে আদেশিলে হীনে ;
অধুনা ধনেরি তৃষা, বিষয়-বিভব-আশা,
বলবতী এ পিপাসা শান্তি না পাই মনে ;—
শ্রীপদে মিনতি করি ভুলনা এদীনে।

(৭৫)

দৈবলীলা দর্শনে

শ্রীশ্রী৺ লক্ষ্মী নারায়ণের স্তব।

রামপ্রসাদী সুর।

কে জানে হে নারায়ণ।
তব গূঢ় তত্ত্ব নিরুপণ ?

গোবর্দ্ধন কনিষ্ঠে ধারণ, রাবণাদির করি নিধন,
এযে চোখের দেখা, দীনসখা,
ভক্তিরসে ঝরে নয়ন।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করি, টিনের দৈর্ঘ্য নিলে হরি,
এবে সিংহাসনে, সযতনে,
পুরি, তাহে কর শয়ন।*

(৭৩)

—

দুস্তরে করুণাময়ী।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

দুস্তরে করুণাময়ী সকাতরে ডাকি তোরে।
তথাপি হ'লনা দয়া এহেন পাতকী'পরে।
আমি কি রোদন করি, বন মাঝে দিগম্বরী,
বৃথা কিহে ডেকে মরি, মা মা মা মা বলি ঘোরে?

* সন১২৯৩ সালের ২৯এ, পৌষ বুধবার রাত্রে এই গীত রচিত হয়।

নির্ব্বিকারা নিরাধারা, নিরাকারা ও সাকারা,
গতাসু কি হ'লে তারা, মোহন ভাবে অন্তরে?

(৭৭)

জীবন মরুভূমি।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়া।

নিবৃত্তি হৃদয়ে এলো প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তনে।
দুরাশা-পিপাসা শান্তি মরীচিকা অবসানে।
ভ্রমেছি সংসার ভূমে, সদা শশঙ্কিত প্রাণে,
সুখ-মরীচিকা ভ্রমে, নিরাশিয়া ক্ষণে ক্ষণে।
মরুভূমি শেষ প্রায়, অধুনা বুঝেছি হায়,
মরীচিকা ভ্রম ময়, প্রবৃত্তি উদিত মনে।
হৃদি পদ্মে ধরি হরি, মিনতি তোমারে করি,
বিরাজ হৃদি মাঝারি, করুণা করি মোহনে।

(৭৮)

মনের কালিমা।

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

এঘোর তামসি নাশি করিবে কি দাসে দয়া ?
পাপ-পঙ্কে পড়ি মাগি, মা তোমারি পদছায়া।
অন্তর অশান্তি যুত, উন্মত্ত মাতঙ্গ মত,
(ওমা) কর্ম্মফলে অবিরত, বিদরিত হয় হিয়া।
যেপদেতে শবশিব, সে শ্যামাপদ পাইব,
(মাগো) এ আকাঙ্ক্ষা অসম্ভব, মোহনেরি মহামায়া।

(৭৯)

অনুতাপ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়া।

সুখে দুখে সমভাব কেমনে হবে মা মনে ?
সেভাব যে অসম্ভব এদেহীর এজীবনে।
অজ্ঞান তিমিরাবৃত, সাধু-সঙ্গ বিরহিত,
সহজে তাপেতে চিত, দাহ্যমান ক্ষণে ক্ষণে।
অনন্ত কালেরি সীমা, জীবমাত্র কাল-কণা,
সে কণারি অবসানে, ভুলনা হীন বিপিনে।

(৮০)

বিন্ধ্যবাসিনী সঙ্গীত।

রাগিণী বাগেশ্রী —তাল আড়াঠেকা।

কেপারে বর্ণিতে তোমা বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী।
চতুর্ব্বর্গ-ফলদাত্রী তুমি ত্রিতাপ-নাশিনী।
সারদা বরদা স্বধা, সুখদা মোক্ষদা সদা,
অন্নদা অভয়-প্রদা, জগদানন্দ-দায়িনী।
সরলা * সাবিত্রী সতী, তুমি অধমেরি গতি,
হরিয়ে মম দুর্ম্মতি, দয়া কর দাক্ষায়ণী।

(৮১)

মনোমসি জন্য স্তোত্র।

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়া।

প্রণমে পাতকী জন সভয়ে তব চরণ।
কেন না পাতকীস্তুতি অগ্রাহ্য তব সদন।
পাপেতে ধাবিত চিত, হ'য়েছি হে বিদলিত,
জীয়ন্তে জীবন্মৃত, সহজে যাচি শরণ।
সন্তান-সন্তাপ হরি, দিবে কিমা শান্তিবারি,
নতুবা রাখিতে নারি, হৃদয়ে শ্যামাচরণ।

(৮২)

* সরলা অর্থাৎ সাধ্বী।

মনোমালিন্য।

রামপ্রসাদী সুর।

মন তোর হেরি কি কারখানা।
আমার আর সহেনা এ লাঞ্ছনা।
ভরাডুবি তোরই তরে,
পাপের বোঝা মাথায় ধ'রে,
এবে ষোল কলায় পূরলো ভেলা
তুই শুনিস্‌নে আমার মানা।
স্বাধীন ভাবে হুকুম জারি,
ঘুচাব তোর জারিজুরি,
তোরে শক্ত ক'রে যত জোরে,
শাস্তি দিব ষোলআনা।
জীবাত্মার যে শুভ্র প্রভা,
তোরই হেরি মলিন আভা,
তাতে দেখায় কাল, আদত ভাল,
তোরই ষোল কড়া কাণা।

(৮৩)

সুখড়িয়াস্থ শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী মাতার দুরবস্থা দর্শনে ভক্তের উক্তি।

রাগিণী গৌরী—তাল একতালা।

আমার যেমন দশা, তেমনি আমার মা।
অঙ্গেতে নাহিক রাগ, বেশ বিহীন বামা।
ধনী মিত্র ভক্তি-ডোরে, অন্তরে না বাঁধে তোমারে,
হেরে শিহরি ভরে ;—
সেমতে করি মিনতি, দে মা শক্তি সেবি তোমা।

(৮৪)

ধর্ম্ম বিসর্জ্জন।

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

হেরি একি কুলক্ষণ।
ভারত ছাড়িলে বুঝি হে মধুসূদন।
সনাতন ধর্ম্মধন, সবে দেয় বিসর্জ্জন,
স্বদর্পে হ'য়ে মগন, হ'তেছে পতন।
অখাদ্য ভোজনে রত, স্বেচ্ছাচারে জীব যত,
অকালে হ'তেছে হত, হবে কি এখন।

(৮৫)

কাল-তত্ত্ব।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়া।

কেজানে কালেরি তত্ত্ব কালভয়-নিবারিণী।
কি উদ্দেশে সৃষ্ট হ'ল জগতে যাবত প্রাণী ?
কে আমি এসেছি হেথা, লইয়ে হে কি বারতা,
প্রাণান্তে যাইব কোথা,মাতা কিছু ত নাজানি।
জর্ম্মজরা মৃত্যধীন, সৃজিলে মানব কেন,
কি হেতু গঠিলে হেন, সকলি অজ্ঞাত আমি।
সত্য আদি যুগত্রয়, কালেতে হ'য়েছে লয়,
হেরে কলির্ বিপর্য্যয়, কালেরি মাহাত্ম্য মানি।
শিহরি সতত ডরে, বিপিন এই ভিক্ষা করে,
অন্তিমে শ্রীপদ তারে দিও গো মা নিস্তারিণী।

(৮৬)

মাতৃবিয়োগের পর ভগবতীর স্তোত্র।

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়া।

এবে মা বলি মা কারে, মাতৃহীন এসংসারে।
জননী বৈকুণ্ঠাগত দক্ষিণ-প্রয়াগ-নীরে।
হারায়ে মম জননী, মা মা বলি করি ধ্বনি,

উদিত হও সনাতনি, দাসের হৃদি মাঝারে।
কে আর করিবে স্নেহ, তুমি বিনা আছে কেহ,
দুর্ম্মতিরে দেখা দেহ, প্রাণভ'রে হেরি তোরে।
ব্রহ্মাদি দেবতা যত, হইয়ে যোগে নিরত,
হেরিতে অক্ষম যাঁরে, সেধন পাব কি করে?
ছাড় মন সে দুরাশা, কি সাহসে কর আশা,
অসম্ভব সেই আশা, যেন শিশু চাঁদ ধরে!

(৮৭)

দেওয়াঞ্জী বাটীর শ্রীশ্রী৺ জগদ্ধাত্রী মাতা কোন ব্রাহ্মণকে স্বপ্ন দ্বারা জ্ঞাত করেন যে তিনি ঐ বাড়ী হইতে চলিয়া যাই-তেছেন, তজ্জন্য ভক্তের স্তব।

রাগিণী কানাড়া—তাল আড়া।

বন্দে মাত জগন্ময়ী জগজ্জন-বিমোহিনী।
কে পারে বর্ণিতে তোমা সৃজন-লয়-কারিণী।
শরীরি হইয়ে দাস তোমা আধ্যাত্মিকে,
কেমনে ভাবিবে মাগো অন্তরে অন্তরে;—
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, মোক্ষ-করী মুক্তি-দাত্রী,

কালভয়-বারয়িত্রী, তুমি গো বিশ্বজননী।
ভকত শঙ্কররাম, রায়-রেঁয়ে খ্যাত,
প্রকাশে * মূরতি তব বঙ্গে মনোমত ;—
যারে করি কৃপাভর, সোমড়া-আঁধার হর,
ত্যজিয়ে কি দোষে হের, যাও মা, ভবভামিনী ?

(৮৮)

ভয়হরা নামের মহিমা।

রাগিণী গৌরী—তাল কাওয়ালী।

কিজলে কিস্থলে, পাহাড়-কন্দরে শ্যামা।
যখন যেখানে থাকি, লইব ওনাম্,
গাইব গুণ-গরিমা।

---

* সোমড়া নিবাসী ৺ রায় রামশঙ্কর রায় মহোদয় প্রায় দেড়শত বৎসর অতীত হইল নিজ আবাস বাটীতে "মহাবিদ্যা" নামে ৺ জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। কথিত আছে যে ঢাকার ৺ ঢাকেশ্বরী ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ইনি ঢাকায় স্বাধীন নওয়াবের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ভবন "দেওয়াঞ্জী বাটী" বলিয়া খ্যাত।

দম্ভেরি নয়, একথা কদাচন,
রব নিরাপদ ডাকিয়ে মা তোমা।
এ নহে কল্পনা, সত্য বলি গো মা,
তব ভয়-হরা নামের মহিমা।

(৮৯)

অন্নপূর্ণার স্তব।

রাগিণী শঙ্করা—তাল একতালা।

ছার—এমিছার মন, জ্ঞানালোক বিরহিত।
সহজে তোমারে, মাগো জানিবারে,
নাহিক শকতি, ভকতি অতীত।
মা মা বলি ডাকি, তোমা ভব-ঘোরে,
বিশেষিয়া কিছু না জানি তোমারে,
কিঙ্কর কাতরে ডাকে মা অন্তরে,
কর তার যে বিহিত।
অন্নদা অপর্ণা অভয়ানুপমা,
যা বলি তোমারে ডাকি ইন্দুপমা,
ভুলনা মোহনে যবে গো মা শ্যামা,
হবে নয়ন মুদিত।

(৯০)

ভবনদীর ভীষণ মূর্ত্তি।

রাগ মেঘ—তাল একতালা।

কমলে কামিনী, জগত-জননী,
হের মা বিপদ-নাশিনী।
নদীর মাঝারে, ভাসিয়া পাথারে,
কোথা যাই বল্ মা তারিণী!
উত্তাল তরঙ্গ, করিতেছে রঙ্গ,
দূরে ফেলে তরি প্রবল বাতায়্,
বাঁচিনা বাঁচিনা, রাখ রাখ ওমা,
মোহনে শিব-মোহিনী।

(৯১)

সন্তানাশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

সুখে কালযাপিত কালভয়-নিবারিণী।
অকাল নিধনে যদি ব্যথা না পে'ত ধরণী।
পিতা, সুতেরি নিধনে, যাতনা না পে'ত মনে,
কাল প্রাপ্তে দেহ সনে, ত্যজিত আপন-প্রাণী।

সন্তান সন্ততি যারা, চরণে আশ্রিত তারা,
আশ্রিতে হে ভবদারা, জীবিত রে'খ তারিণী।

(৯২)

নিষ্কাম-প্রণতি।

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

করুণা না যাচি দাস রহিবে কেমনে।
ভবের লাঞ্ছনা আর সহেনা পরাণে।
নিষ্কাম হ'য়ে ভকত, কিরূপে প্রণমে মাত,
বিচলিত তার চিত, অন্তর দহনে।
তুমি মা ভবভামিনী, সনাতনী নারায়ণী,
অভাগা সন্তান আমি চাও গো নয়নে।

(৯৩)

সাধনা আত্মকৃত ভিন্ন অপরের দ্বারা
সম্পন্ন হয়না।

রাগিণী শঙ্করা—তাল একতালা।

কেন মন কর আশা দুরাশা হবে সাধন।
দেখিতে দেখিতে, কাল কোথা হ'তে,

সম্মুখে আসিবে, বুঝিবে তখন।
জ্ঞানকাণ্ডে মম নাহি অধিকার,
কর্ম্ম-কাণ্ডে হের. আয়াস বিস্তার,
ভক্তিভাবে পার, ডাকিতে একবার,
সফল হবে জাবন।
জপ হোম তরে সাধুর অভাব,
ঘৃতাহুতি হের হ'ল অসদ্ভাব,
তাই বলি শুন, বিহিত বচন,
সাধনা জেনো আপন।

(৯৪)

বিরাগীর উক্তি।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

জানিনা কি ভাব-বশে ভবের বশে যাইনা।
অনিত্য সংসার-নীরে মগন কেন হইনা?
সতত শঙ্কিত হৃদয়ে ভাবিতে ভাবী ভাবনা কেবলি,
তোমারে করি সহায়, দীনদয়াল কৃপাল জানিয়ে
হের হে নিখিল-নাথ হরি, পূজা ভজন জানিনা।

আপন ভবনে কিবা উদ্যানে অন্তরে সুখ পাইনা,
কে যেন বলিছে "নহে তোমারি"
তাই ভালবাসিনা।
তোমারি চরণ মম নিকেতন, এই কি গূঢ় কারণ,
সংসার বন্ধন্ কর হে ছেদন্, বদ্ধ বই থাকিনা।

(৯৫)

বিরহাশঙ্কা।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

দাস কি তোমারে পারে বিদায় দিতে মনেজ্ঞানে ?
অন্তরেরি ধন তুমি, অন্তরের অন্তর জানে।
গুণযুতা গুণ মই, সরলা শারদা ওই,
তব বিরহেতে কই, জীব রহে মম প্রাণে।
জগন্মাতা শৈলসুতা, বিবসনা বিরাজিতা,
প্রসূতি হইয়ে কোথা, লাজ সুত-সন্নিধানে ?

(৯৬)

বিরহ।

রাগ মেঘ—তাল একতালা।

এঘোর তিমিরে, তোমারে না হেরে,

মরমে ব্যথিত কাতরে।
বিপদ-বিহ্বল, তুমি হে সম্বল,
বসো নাথ হৃদি মাঝারে।
হৃদ-শতদল, তোমারি বিমল,
চরণ-কমল ধারণ তরে ;—
গঠিত হয়েছে, হের হের পাছে,
ফেটে যায়্ ভব-অন্তরে।

(৯৭)

মনের প্রতি।

রাগিণী ভৈরবী —তাল মধ্যমান।

সম্পদ-মার্ পদাম্ভোজ হৃদি মাঝে সদা জাগে,।
বিপদেতে বিচলিত হওয়া কি তোমারে সাজে ?
যে পদ হৃদয়ে ধরি, সার্থক হন্ ত্রিপুরারি,
সঙ্কটে সেপদ স্মরি, মুক্ত হবে লোক মাঝে।
সেপদ অক্ষয় ধন, জাননা রে মূঢ় মন,
কৃতার্থ হবে জীবন, হেরিবে জন সমাজে।

না জানি ভজন্ পূজন, শ্যামাপদ করি ধ্যান,
অন্তে যেন সেই জ্ঞান, দীন বিপিনে বিরাজে।

(৯৮)

কোশা ঠক্‌ঠকি।

রাগিণী ইমন—তাল চৌতাল।

আমি যে যুগল* রূপে করি ব্রহ্ম উপাসনা,
মাননা রে মূঢ় মতি, গূঢ় তত্ত্ব জাননা।
ত্রিতাপ নাশন পাপ বিমোচন তাই,
সদা রাখি হৃদি মাঝে, তোমার নাহি ধারণা।
এনহে " কোশা ঠক্‌ঠকি" অন্তর্যাগে আরাধনা,
সে যে বড় কঠিন কাজ, জাননা সাধনা।
মিথ্যা কপট অন্তরে, স্মরি না রে হরি হরে,
সাধ্য কি বুঝিবে বল, হৃদ্‌কমলে কি কারখানা?

(৯৯)

সাকার ব্রহ্ম উপাসনা।

রাগিণী পূরবী - তাল আড়াঠেকা।

শ্যাম কি শ্যামা মা তুমি জানিনা জানেনা ভবে।

---

* যুগল রূপ অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতি।

কেহ বলে হরি কেহ দিগম্বরী শিবা শবে।
রাধারূপে কেলি কর, অযোনী-সম্ভব হর,
তাইতে ওহে দিগম্বর, "মা" বলেনা রাধায়্ সবে।
ব্রাহ্মী রূপে বীণাপাণি, ভদ্রকালী তুমি বাণী ,
শম্ভু-শক্তি নারায়ণী, তবে কেন ভেদ রবে ?
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-কালী, আদ্যাশক্তি বনমালী,
পিতা মাতা সব্ই কালী, কালীতে কিনা সম্ভবে ?

(১০০)

শেষ সাধ।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

জীবনে যতনে ডাকি কিরূপে সাধন বিনে।
দিবে কি শকতি দীনে ডাকিতে মা সেই দিনে ?
বড়সাধ আছে মনে, জীবনেরি শেষ দিনে,
স্থাপিয়ে হৃদ্পদ্মাসনে, ডাকি তোমা একমনে।
তব নামামৃতপানে, হেরি তোমা দিব্যজ্ঞানে,
এ দেহেরি অবসানে, করুণা ক'র অধীনে।
ঐহিক সম্পদ যত, তুচ্ছ করি তৃণমত,
এ দেহ হইলে হত, দাসত্ব দিও বিপিনে।

(১০১)

তৃতীয় অধ্যায়।

বিবিধ সঙ্গীত।

আদিত্য স্তব।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

(প্রশ্ন।)

হের হে ঐ দিবাকরে পার কি তাঁরে চিনিবারে।
গগন যাঁর কর নিকরে, বলনা কি শোভা ধরে?
কি দিয়ে গঠিত বল, কি আলোকে আঁখি উজল,
কি হেতু আলো বিমল, কেহ কি বলিতে পারে?
কবে হ'তে উদয় আকাশে,
নিতি নিতি আকাশে বিকাশে
সত্য বল কাহার আদেশে, গগনে বিহার করে?

(উত্তর।)

স্বয়ম্ভু সেই ঈশান, ঈশ্বর, লোক সাক্ষী, বিধি বিভাকর,
বিশ্বপালনে হেরি তৎপর, বিশ্বপতি বলে যাঁরে।

পূর্ণচন্দ্র।

রাগিণী পূরবী – তাষ আড়াঠেকা।

কে বলিল রাকাচাঁদে উদিত হ'তে গগনে।
হের আসি পূর্ণশশী মনোমশী বিসর্জ্জনে।
সুধাধর সুধাকর, কি শোভা ধ'রেছে হের,
নয়ন আনন্দ কর, সুধা ক্ষরিছে নয়নে।
নীলাকাশে ঘনঘটা, শশাঙ্কে কলঙ্ক ছটা,
রূপেরি মাধুরি সেটা, শোভে মরীচি মিলনে।
এ মধুর বিমলালোক, ওই কিহে চন্দ্রলোক,
পরিহরি ইহ লোক, যাব কি তব সদনে ?

(১০৩)

বিবাহবিষয়ক মিথ্যাপবাদ।

রাগিণী মুলতান—তাল আড়া।

যুগে যুগে নানা রূপে প্রকাশ হও এসংসারে।
সুখ মাত্র নাহি হেরি দুখ রাশির ভিতরে।
বিপিনে বল্কল পরি, গেলে পিতৃসত্যে হরি,
অনুজ যে ফল ধরি, চতুর্দ্দশ বর্ষ হরে।

দ্বাপরে হ'য়ে কনিষ্ঠ, নাম হ'ল তব কৃষ্ণ,
ভূভার হরিতে কষ্ট, বেদনা পেলে অন্তরে।
মণি হরণ আদি কত, *মিথ্যাবাদে বৈরি যত,
নিয়ত হইল রত, বর্ণহারে বর্ণিবারে।
কীট অনুকীট নিজে, অপবাদে যে সহজে,
বিমুক্ত নহি হে ত্যজে, সে ছার হীন পামরে।

(১০৪)

কৃষ্ণযাত্রার অধিকারির প্রতি।

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল একতালা।

†ভারত-নায়ক কৃষ্ণ ধন।
দৈবকী নন্দনে, স্বরূপ রূপে,
জান যদি, অধিকারি, করে ধরি, রাখ এবচন।
করি বিনয় সদাশয়,
সহেনা যাতনা, হেরিতে হে,
তব কৃত কেশবে দীনভাবে;

---

* মিথ্যাবাদ অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ।

† ভারত অর্থাৎ মহাভারত।

সেমতে বলিছে, যিনি নারায়ণ, পুরাতন,
সাজাওনা ছিন্নবাসে, সে ব্রজমোহন।

(১০৫)

নিরাকার বাদীর প্রতি।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

জানিবে কেমনে সখে।
তাঁরে যাঁর কীর্ত্তি নিরখে বিশ্ব আধার
বলয়ে লোকে, কিরূপে ভাবিবে তাঁরে?
নির্ব্বিকার নিরাকার, সগুণেতে হেরি সাকার,
হরিতে এ ভবভার গুণযুত বারে বারে।
বেদে যাঁর মহিমা না জানে,
যাঁরে পুরাণে নারে বাখানে,
সে হরি-গুণ-গরিমা গানে, মানুষী বচন হারে।
দূরে রাখি আগম নিগমে, মহিলা সহ মিলিতাসনে,
মত্ত হইলে গীত বাজনে, পাবে না কখন তাঁরে।

(১০৬)

ধন-গর্ব্বিত ব্যক্তির প্রতি।

রাগিণী রামকেলি—তাল জলদ তেতালা।

দম্ভরাগ পরিহরি ভাব স্বয়ম্ভুরে।
কোথা হ'তে কাল আসি অকালে লবে তোমারে।
নিরঙ্কুশ আশা তব, পেয়ে কিঞ্চিত বিভব,
ধনজন এই ভবে, চিরস্থায়ী নয় রে।
কোথা লঙ্কা স্বর্ণ শ্রী, কোথা সে মথুরাপুরী,
কোথা হস্তিনা নগরী, বলহ এবে রে।
অতএব বলি শুন, ল'য়ে জ্ঞাতি বন্ধুগণ,
সবাসনে সদালাপে, সময় হররে।

(১০৭)

বিষয়-বোধ বিহীন যুবকের প্রতি।

রামপ্রসাদী সুর।

আমি নই (ও) হে যে সে ছেলে।
তুমি চোখ্ মেলোনা অন্তরালে।
বিশ্বব্যাপী মুক্তকেশী-চরণে ল'য়েছি শরণ,
কিছার মানব ভয়, পরশে আমায়,

ভয় করি না কাল কবলে।
তমবশে ধনের আশে ভুলেগেলে শঠের শাঠে,
এযে ঘোর তামসী, জ্ঞানশশী,
উদয় হবে দায় ঠেকিলে।

(১০৮)

নাস্তিকের প্রতি।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

কেমনে বল বিধাতা—বিশ্বধামেরি রচয়িতা,
হউন তিনি পিতা বা মাতা, কেহ নাহি এসংসারে?
† কম্‌ট অনুবাদ হেরে, বস্তু বাদী হও বিচারে,
মুলকারণ অবিচারে * মীমাংসা হ'তে কি পারে?
নদনদী ভূধর কানন, জলস্থল তারকা গগন,
কোথা হ'তে বল জীবগণ, কর রাখি হৃদি পরে?
সৃষ্টি যাঁর বিশ্ব মাঝারে, স্থিতি যাঁর সাধুর অন্তরে,
লয় হয় যাঁর নিমেষ ভিতরে, হেলায় ভুলনা তাঁরে।

---

† অর্থাৎ কোতে (Comte) ফরাশী লেখক।

* অবিচারে অর্থাৎ বিচার না করিলে।

(১০৯)

অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতি।

রাগিণী যোগিয়া—তাল একতালা।

কিলাভ হইবে, কি ফল ফলিবে,
কিসুখ পাইবে, ওরে বাছাধন।
তোমারি পালনে, অন্ন যেবা দানে,
তারে কুবচনে, নিন্দিলে এখন।
সত্য বটে যিনি জগত পালক,
পালন করেন অনাথ বালক,
কিন্তু নিজ হাতে, তিনি এ জগতে,
না দেন অন্ন পাতে, দিয়া দরশন।
তাঁহারি উদ্দেশ্য করিতে সাধন,
নিয়োজিত হয় আত্মীয় স্বজন,
উপকার তরে, কৃতজ্ঞতা-হারে,
তুষিলে সে নরে, পাবে ইষ্টধন।

(১১০)

একতার প্রশংসা।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

কে পারে বর্ণিতে হরি কালেরি পরিবর্ত্তন।

ভারতে জন্মিয়ে হের দুখেতে কাটে জীবন।
পতিত বিদেশী করে, দেহান্তর জরে জরে,
এম্, এ, বি, এল্ পাশ করে, সুকার্য্য না পায় জন।
এমতি কালেরি গতি, ভারতেরি অধোগতি,
থাকি বিজাতি সংহতি, নাজানে যে কে আপন!
হবে কি কখন দয়া, দিবে কি হে পদ-ছায়া,
ভারত গাঁঠিবে হিয়া, স্মরিয়া একতাগুণ?

(১১১)

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অভাবে দেশের দুর্গতি।

রামপ্রসাদি সুর।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিনা।
সনাতন ধর্ম্ম আর থাকেনা।
কর্ম্মকাণ্ড লণ্ডভণ্ড, যাগ যজ্ঞ হয় পণ্ড,
হেরি গণ্ডগ্রামে প্রায়্ পাষণ্ড,
ভণ্ডামিতে দক্ষ কেনা?
দেব-ভাষা মৃতপ্রায়, সাহিত্যে নিপুণ নয়,
তবু পুঁথিধরি,গরদ পরি,মন্ত্রপাঠে লাজ করেনা।

জগৎব্যাপি ম্লেচ্ছ ভাষা,
ভারতের কি হ'লো দশা,
অনভিজ্ঞ মন্ত্রে, কিম্বা তন্ত্রে,
অভিমানের নাহি সীমা।

(১১২)

ভারত মাতার প্রতি।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাপতাল।

সহজে যে প্রাণ কাঁদে হেরি মা তোমারে।
কি ছিলে কি হ'লে তুমি কালের কুটিল করে।
পৃথ্বী-মাঝে পুণ্য-ভূমি, সত্য ধর্ম্মাকর তুমি,
সহজে বিস্ময়ে নমি, "বাবুদেরি" চরিতে,—
হইয়ে তোমারি সুত, দলিছে তোমারে!
অখাদ্য উদরে রাশি, সেবে সুরা রাক্ষসী,
বিলাতি বিদ্যার শশী আলোকরে অন্তরে;—
সহিব দুখ কেমনে, হায় হৃদি বিদরে।

(১১৩)

মাতৃ-স্নেহ।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

কি দিয়ে শোধিতে পারি, সুধাময় স্নেহ তব।
তব ঋণ পরিশোধ হেরি মাগো অসম্ভব।
সর্ব্বংসহা হয় ধরণী, তেমতি গো মা জননী,
যে দুখে পালয় তুমি, বলিতে হই পরাভব।
নিবেদি তব চরণে, এ সেবক এজীবনে,
অপরাধী মন জ্ঞানে, ক্ষমা ক'র দোষ সব।

(১১৪)

ভেদজ্ঞান পরিহার সহজ ব্যাপার নহে।

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

মুখেতে কি বলি বল "ভেদজ্ঞান নাহি করি।"
এবড় কঠিন কথা, ভিন্ন ভাব হেরে মরি।
আমার "আমিত্ব" আর, পুত্র কন্যা পরিবার,
ইত্যাকার যে বিকার, পার যদি পরিহরি।
পুরীষ-চন্দন-জ্ঞান, হইবে যবে সমান,
দূরে যাবে অভিমান, তবে জ্ঞানে অধিকারী।

নতুবা আপন ঘরে, ভেদ করিলে অন্তরে,
ভ্রাতা সুতে ভিন্ন হেরে, ভেদ না যাবে তোমারি।
যাহার দেহ অন্তর, ভিন্ন ভাবে জর জর,
সেকি হেরে একাকার, বিধি, স্মর-হর, হরি ?

(১১৫)

গোবধ।

রাগিণী যোগিয়া—তাল একতালা।

আরত যাতনা, সহেনা সহেনা,
ধৈরয ধরে না দৈবকীনন্দন।
কবে হে আসিবে অশিব নাশিবে,
জগৎ শাসিবে মনেরি মতন।
পাপেতে পূরিত হইলে ধরণী,
ভূভার হরিতে উদ্যত অমনি,
জীব ঘরে ঘরে করে হাহাধ্বনি,
তবুকি বোধন না হয় নারায়ণ ?
গাভীর লাঞ্ছনা প্রাণে যে সহেনা,
দলে দলে মারে নাহি যায় গণা;

অবাধে বিনাশে দুগ্ধপোষ্য ছানা,

ঘৃত নবনীত দুর্লভ এখন।

(১১৬)

জ্যেষ্ঠতাত নিধন।

রগিণী পাহাড়ী—আড়া ঠেকা।

পঞ্চবটী তলে তাত, বালির শয্যা উপর।

মরিতে ধীরত্ব দেখাও, জীবিতে মহিমাবর।

চিন্তিয়ে নগ-নন্দিনী, হৃদিপরি রাখ পাণি,

জপ করিতে অমনি, অবশে পড়ে সে কর।

ভ্রাতৃ-সুতে ইঙ্গিতিলে, রাখিতে সে কর তুলে,

আপন হৃদি-কমলে, জপিতে মূল মধুর।

পিতামহ * বিল্বমূলে, শির রাখি স্বর্গে চলে,

তেমতি হে ইষ্টবলে, চলিলে কৈলাশ পুর।

(১১৭)

---

* ৺রায় সারদাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পিতামহ ৺রায় রামচন্দ্র সেন মহোদয় চরমাবস্থায় বিল্ব বোধন বৃক্ষতলে বিল্বমূলে শির সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করেন। কথিত আছে যে ঐ বিল্ব বৃক্ষের শীর্ষদেশ তন্ মস্তকোপরি পতিত হইলে পর তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তদ্রূপ এই মহোদয় নিজ পিতামহর ন্যায় মৃত্যুর পূর্ব্বে ৺ গঙ্গাতীরবর্ত্তী হইতে ইচ্ছুক না হইয়া বিল্ব-মূলে শিরস্থাপন ও চৌবাচ্ছায় রক্ষিত গঙ্গোদকে পদ রক্ষণ করিয়া শঙ্করক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন।

পিতৃ-বিয়োগ।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া ঠেকা।

এদীন সেবকে পিত দেখা দেহ একবার।
চরণ চরম চোখে না হেরে আছি কাতর।
কহিতে তব বারতা, শেষের দিনেরি কথা,
বর্ণিতে হৃদয় ব্যথা, শতধা হয় অন্তর।
দক্ষিণ-প্রয়াগ-নীরে, তরণীতে কর ধ'রে,
ইষ্টনাম জপকরে, হের পদ অভয়ার ;—
জপ ভগ্ন হয় পাছে, অন্তর্জল অভিলাশে,
সঙ্কেত করিলে শেষে, নামাতে ভূমিরূপর।
পতিতপাবনী-জলে, অর্দ্ধ অঙ্গ ভাসাইলে,
"কালী কালী" বলি ত্যজ, মনোহর কলেবর ;—
শুনিয়া তব নিধন, আসে যত মানীজন,
শব-শিব * দরশনে, ঝরয়ে নয়নে নীর।

(১১৮)

* ৺রায় ব্রজমোহন সেন মহাশয় তৎ পিতৃ সদৃশ প্রিয় দর্শনি ও মনোহর ছিলেন। যিনি তাঁহাকে একবার দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহার রূপমাধুরী বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। এই মহানুভব ইষ্ট সাধন করিতেগিয়া প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েন যে ইহ জগতে মঙ্গল হইবেনা তৎপরে চারি দিবসের সামান্য জ্বরে জীবনান্ত হয়। বাটী যাইবার জল পথে দক্ষিণ-প্রয়াগ-তীরে দেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। জীবনান্ত হইলেও দেহের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। শিব কলেবরের ন্যায় মনোহর কান্তি প্রদৃষ্টমান হয়। তজ্জন্য শবশিব ইত্যাদি।

মাতৃ-বিয়োগ।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

হেরিয়ে প্রাণান্ত মাগো মরিতে যে সাধ হয়।
তোমারি মরণ হেরি দূরে গেল যমভয়।
প্রাণবায়ু চলে যাবে, জানিয়া মুদ্রা প্রভাবে,
ধরিলে মা ধ্যান ভাবে, অভয়ারি পদদ্বয়।
শ্বাস বদ্ধ করি করে, প্রাণায়ামে স্মর তাঁরে,
অদ্ভুত সে দাঢ্য হেরে, কার না হৃদ্‌কম্প হয়?
ত্রিবেণীস্থ গঙ্গাজলে, প্রণমিলে পুণ্য বলে,
কর জপি হৃদ্‌কমলে, চলিলে মা ইষ্টালয়।
তোমারি অধম সুত, ইষ্টমন্ত্র অবিরত,
জপেছিল তব শিরে, সেই চরম সময়।
না হেরি নয়নে জল, বিমল আস্য কমল,
জীবিত তখনও বলে, তোমারি স্বর্গ অক্ষয়*।

(১১৯)

---

* ৺ শ্যামাসুন্দরী দেবী ৯ দিসব দক্ষিণ প্রয়াগে অবস্থিতি করিয়া ত্রিবেণীর গর্ভে দিব্য জ্ঞানে কর জপিতে জপিতে স্বর্গারোহণ করেন। মৃত্যুর ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে একটু শ্লেষ্মা সঞ্চার হয়। তৎক্ষণাৎ গঙ্গাজল গ্রহণে যোগাসনে উপবেসন পূর্ব্বক ২।০ ঘণ্টা-

দানশীলা মহারাজ্ঞী।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

বঙ্গমাতা বলি সবে কাতরে ডাকে তোমারে।
নতুবা বিভবশালী বিস্তর বঙ্গ মাঝারে।
শুনি রূপে স্বর্ণলতা, বহুগুণযশযুতা,
মহালক্ষ্মী বিরাজিতা, মহারাণি, তবাগারে।
দীন দ্বিজের জননী, দারিদ্র্য দুঃখ-নাশিনী,
বিপন্ন-ভয়-ভঞ্জিনী, সঙ্গীতে বর্ণিতে নারে।
ব্যাধি-মুক্ত হ'লে নরে, মৃত দেহে জীব ধরে,
স্থাপিলে চিকিৎসাগারে, কীর্ত্তি রবে এসংসারে।
ধর্ম্মরতা চারুশীলা, শ্রীভবানী সমতুলা,
অকিঞ্চনে অনুকূলা, বর্ণহারে বর্ণিবারে।

(১২০)

কাল মুদ্রা ও প্রাণায়াম যোগে জগন্মাতাকে ধ্যান করিয়া নিজ আদেশানুসারে গঙ্গার গর্ভে নীত হয়েন ও গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া কর জপ করিতে করিতে বিনা ক্লেশে গোলক ধামে গমন করেন।

২। ত্রিবেণীর বিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ সেন মহাশয় উক্ত দেবীর স্বর্গারোহণের পরক্ষণেই গঙ্গা গর্ভে উপ-

যোগ-রোগ।

রাগিণী কানাড়া—তাল আড়া।

কি রোগ আইল এবে এরোগ অতি কঠিন।
হেরি যে এ যোগ-রোগ পাতালজ পুরাতন।
পাতাল পণ্ডিত বর হ'য়ে পুলকিত;
সাধের ভারতভূমে এরোগ প্রচারে ;—
কেশরাশি বিদ্যমান, আমিষে প্রয়াসহীন,
সাকার পূজাবিহীন, একাকারে সযতন।
দেশীয় যোগীর হঠযোগে হ'ল রোগ,
অনা'সে করিতে চায় অসাধ্য সাধন ;—
নাহিজানে পদ্মাসন, সংযমে নাহিক মন,
সম্ভোগে অতি নিপুণ, তবু কুম্ভক সাধন।

(১২:)

—

স্থিত হইয়া আদৌ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে কি তিনি জীবিত আছেন ইহা বুঝিতে পারেন নাই। বহুক্ষণ নানা প্রশ্ন করিয়া অবধারণ করেন যে মৃত্যু নিশ্চয় বটে। মৃত্যুর পরও মুখ-কান্তি, মলিন হয় নাই, এবং গাত্র উষ্ণছিল।

ব্যাকরণ বিসর্জ্জন।

রাগিণী যোগিয়া—তাল একতালা।

একি বিপরীত, বাঙ্গালী চরিত।
হ'য়েছে উন্মত্ত, স্ত্রীত্ব বিসর্জ্জনে।
নারীর নারীত্ব, করিছে বিলুপ্ত,
এমতি আলিপ্ত, পরানু করণে।
নারীর নামের অন্তে "দেবী" "দাসী" আর,
ব্যভার করেনা হেরি চমৎকার,
প্রবলা অবলার পুরুষ আকার,
বিধুমুখী "বসু" হইল এক্ষণে।
বিদেশীর মত চর্চ্চে* যাতায়াত,
দিবাকর বারে হল্ † আলোকিত,
করিলে হবেনা, কখন উন্নত,
জাতীয়তা কোথা, শ্বেতাঙ্গ সরণে ‡ ?

(১২২)

---

* চর্চ=Church.

† হল=Hall.

‡ সরণে=অনুসরণে।

মলিন জলের স্রোত।

রামপ্রসাদীসুর।

ভেসনা মন মলিন জলে।
এ ঢেউ শুকিয়ে যাবে কিছু কালে।
যুগে যুগে কতমতে, দৈত্যদানবের উৎপাতে,
ওযা হয়নি পতন, সে ধর্ম্মধন,
নাশিতে চায় কজন মিলে!
যবন রাজা অনেক প্রজা, মেরেছিল অসিঘাতে,
তবু অবিনাশী হিন্দুয়ানি, যবন রাজ্য গেল চোলে।
গোমাংস যার মজ্জাগত, ধর্ম্মধ্বংশে সে নিরত,
এবে হিন্দুর ঘরে আসি ফিরে,
যজায় জগৎ ছলে বলে।

(১২৩)

কৃপণের প্রতি।

রাগিণী কামাড়া—তাল আড়া।

কি হবে হে ভাবীদশা ভাবিলে না একদিন।
জনম জনম ফির তবু আছ জ্ঞানহীন।

ধনেশ হ'য়েছ দান কর অকাতরে,
রেখোনা সঞ্চিত করি, হইয়ে বঞ্চিত ;—
অপরের উপকার, করিতে তব অন্তর,
ব্যথিত হে নিরন্তর, সার তত্ত্বে মতিহীন।
কৃপণ হোওনা তুমি ভোজনে বা দানে,
কঠোর জঠর জ্বালা দিওনা হে প্রাণে ;—
বিভব হ'লে তোমার, নাহি হ'তো একাহারী,
* বংশধর পুত্র হের, হ'ত না রোগেতে ক্ষীণ।

(১২৪)

সংক্রামক জ্বরাদিতে দেশের অবস্থা।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

অনন্ত তোমারি মায়া একান্ত বুঝা কঠিন।
কি হেতু জনম ভূমি দিনে দিনে হয় ক্ষীণ।
বঙ্গাদি হের হে দেশ, পাশ্চাত্য আদি প্রদেশ,
জ্বরাদি রোগেতে শেষ হ'ল ঔষধি বিহীন।

---

*চিকিৎসককে না দেখাইলে ও চিকিৎসা না করাইলে রোগ শান্তি হয় না। কৃপণ মহাশয় ধনাপচয় আশঙ্কায় রুগ্ন পুত্রকে ও চিকিৎসাধীন রাখিতে ইচ্ছা করেন না।

বিষম বিশাল করে, লঘু পাপে দণ্ড ক'রে,
পুরি-পতি দ্বীপান্তরে, মরে বিবেক বিহীন।
বিবিধ প্রখর করে, শোণিত শোষে অন্তরে,
যম করে দণ্ড করে, কেন গো মা মায়াহীন?
ভারত দলিত হায়, মুক্তি মাগি ওরাঙাপায়,
হইলে তুমি সদয়, সাধ্য কার মারে দীন?

(১২৫)

প্রায়শ্চিত্ত বিধি দাতার প্রতি।

রাগিণী যোগিয়া—তাল একতালা।

হেরি কি লাঞ্ছনা, জ্ঞানীর গঞ্জনা,
তোমারি বঞ্চনা, কাহার সহেনা।
অর্থেরি কিঙ্কর, হয় বটে নর,
কলির দোসর, নাহি যায় শুনা।
কল্পনা করিয়া যে বিধি প্রচার,
সহজে অবিধি জ্ঞানীর গোচর,
মরণান্ত *বিধি নিরবধি যার,
কড়ীর কাহন, বিধান অধুনা।

* দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত।

অবিধি সে বিধি বিধি গণ্য হ'লে,
ব্যাধি যুত দ্বিজ হাতে অন্ন দিলে,
কৃত প্রায়শ্চিত্ত অথচ হইলে,
তবু কি পার হে খাইতে বলনা ?
(১২৬)

কটুভাষীকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষমাশীলের উক্তি।
রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

এদোষ নহে তোমারি, মম ভাল-গুণ।
নতুবা স্বভাব দোষে, যাচি কেন মিলন ?
সত্য বল কেহয় খাটী, জান তুমি পরিপাটী,
তবে কেন গোড়া কাটি, আগায়্ জল সিঞ্চন ?
কটূক্তি দশের মাঝে, ছিছি কি মানবে সাজে,
মরি ওহে লোকলাজে, এযে কুলক্ষণ।
অধুনা আছত ভাল, তোমারত সব মঙ্গল,
কুমার-কুশল বল, ভুলি সে ঘটন।
ক্ষমা গুণ সর্ব্বোপরি, ক্ষমা গুণে ভক্তের হরি,
ভৃগুপদ-চিহ্নধারী, ক্ষম, ক্ষমি এখন।*
(১২৭)

---

*এই গীত ও (১৩০) সংখ্যক গীত যাঁহাদের উদ্দেশে রচিত হইয়াছে তাঁহারা ভিন্ন অপর সাধারণের বুঝিবার সুবিধা হইবে না।

দ্রৌপদির বস্ত্রহরণ দর্শনে রাজা যুধিষ্ঠিরের খেদ।
(বঙ্গ বাবুর প্রতি সদুপদেশ)
রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়া।

কিহোল আমার হরি স্মরি তব শ্রীচরণ।
পরিণীতা পতিব্রতার্ হেরি হে বাস হরণ।
আমারি ভারত ভূমি, বীর প্রসূ জান তুমি,
ভ্রাতৃগণ সনে আজি, দাসত্বে কাটে জীবন।
সুচ্যগ্র ভূমিতে আর, প্রভুত্ব নাহি আমার,
জীবনে মরণে হের, সমান মধুসূদন।
সতীর সর্ব্বস্বধন, স্বামী সেবা সংসাধন,
ঘরে ঘরে ভে এখন. বিরাজে হে জনার্দ্দন।
সে সতী সভাতে আনি, পরিণীতার পীড়ে পাণি,
সতীত্ব-ভারত-মণি, হরে বুঝি দুঃশাসন।।

(১২৮)

—

কলিকাল-মাহাত্ম্য।

রাগিণী আলেয়া—তাল আড়া ঠেকা।

কিকাল আইল এবে, এযে ঘোর কলিকাল।
সত্য ধর্ম্ম লুক্কায়িত, অসত্যের স্রোত্ বিশাল।

দ্বিজাতি যজ্ঞোপবিত, পরিত্যাগে পুলকিত,
সন্ধ্যা পূজা বিবর্জ্জিত, উন্নতি হইছে ভাল!
জাতিয় বেশ পরিহরি, ক্যাপ্ কোট অঙ্গে ধরি,
সাহেবি ধরণে মরি, মূত্র ত্যাগ অভ্যাসিল!
গোমাংস ভোজীর সনে, ভোজনেও একাসনে,
বিনা ধর্ম্ম বিসর্জ্জনে, মদগর্ব্বে হরে কাল।
আর্য্য ধর্ম্মে যাঁর মতি, তাঁর হেরি অধোগতি।
লোক মাঝে যে দুর্গতি, বলিতে বাসিনা ভাল।
কলির কলেরি তরে, জাতি হীন ঘরে ঘরে,
গো শ্বা বা শূকর-হাড়ে, লবণ চিনি ধবল।
জাতি জন্ম ধর্ম্ম গেল,-বিধর্ম্মীর আশা পুরিল,
পিতৃপিণ্ড লোপ্ হইল, এমতি পোড়া কপাল।

(১২৯)

(স্বগত)

রাগিণী বেহাগ তাল আড়া।

কোথায় রহিল সেপণ?
সবে মিলে বোলে ছিলে দূষিত স্বজন।
প্রতিজ্ঞা করিলে যত, একে একে হোল হত,

কেবলি ভণ্ডেরি* মত, লোক হাসালে ;—
যে বিধি সংগ্রহ তরে, ধন দিলে অকাতরে,
অধুনা পণ্ করি কর, অবিধি চলন।।

(১৩০)

—

* ভণ্ড অর্থাৎ ভাঁড়।

সম্পূর্ণ।
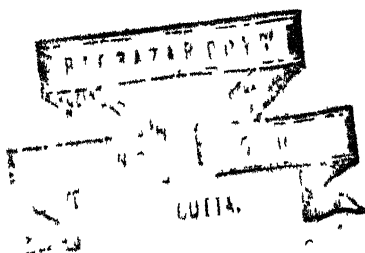
বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, ১৪৮ নং ভবনে—সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে অথবা কলিকাতা হাইকোর্ট তরজমার আফিশ শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনমোহন সেনের নিকট ও নিম্নের ঠিকানায় আমার নিকট পাওয়া যাইতে পারে। ১লা বৈশাখ, ১২৯৬ সাল।

কলিকাতা।
বেচুচাটুর্য্যার
ষ্ট্রীট ২৩নং বাটী

শ্রীপ্রকৃতিপ্রসন্ন সেন গুপ্ত।